অষ্টাদশ পারা

সূরা মু'মিনূন

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা মু'মিনূন মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১১৮ রুকূ'-৬

রুকূ' – এক

قَدۡ اَفۡلَحَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ۝١

الَّذِيۡنَ هُمۡ فِيۡ صَلَاتِهِمۡ خَاشِعُوۡنَ ۝٢

وَالَّذِيۡنَ هُمۡ عَنِ اللَّغۡوِ مُعۡرِضُوۡنَ ۝٣

وَالَّذِيۡنَ هُمۡ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوۡنَ ۝٤

وَالَّذِيۡنَ هُمۡ لِفُرُوۡجِهِمۡ حٰفِظُوۡنَ ۝٥

اِلَّا عَلٰۤى اَزۡوَاجِهِمۡ اَوۡ مَا مَلَكَتۡ اَيۡمَانُهُمۡ فَاِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُوۡمِيۡنَ ۝٦

فَمَنِ ابۡتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡعٰدُوۡنَ ۝٧

وَالَّذِيۡنَ هُمۡ لِاَمٰنٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَاعُوۡنَ ۝٨

وَالَّذِيۡنَ هُمۡ عَلٰى صَلَوٰتِهِمۡ يُحَافِظُوۡنَ ۝٩

اُولٰٓئِكَ هُمُ الۡوٰرِثُوۡنَ ۝١٠

الَّذِيۡنَ يَرِثُوۡنَ الۡفِرۡدَوۡسَ ؕ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ۝١١

وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ مِنۡ سُلٰلَةٍ مِّنۡ طِيۡنٍ ۝١٢

ثُمَّ جَعَلۡنٰهُ نُطۡفَةً

১. নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে ঈমানদারগণ;

২. যারা নিজেদের নামাযের মধ্যে বিনীত-নম্র হয় (২),

৩. এবং যারা অনর্থক কথার দিকে দৃষ্টিপাত করেনা (৩),

৪. এবং যারা যথাযথ যাকাত প্রদান করে (৪),

৫. এবং যারা লজ্জাস্থানগুলোকে সংযত রাখে,

৬. কিন্তু নিজেদের পত্নীগণ অথবা শরীয়তসম্মত ঐ দাসীগণের নিকট যেগুলো তাদের হাতের মালিকানাধীন রয়েছে যেহেতু এ জন্য তাদেরকে তিরস্কার করা হবে না (৫),

৭. সুতরাং যারা এ দু'প্রকার ব্যতীত অন্যকিছু কামনা করে তারাই হয় সীমালংঘনকারী (৬);

৮. এবং ঐসব লোক, যারা তাদের আমানতগুলো ও নিজেদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে (৭),

৯. এবং ঐসব লোক, যারা নিজ নিজ নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হয় (৮)

১০. এসব লোকই উত্তরাধিকারী

১১. যে, তারা ফিরদাউসের উত্তরাধিকার পাবে; তারা তাতে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

১২. এবং নিশ্চয় আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি (৯)।

১৩. অতঃপর সেটাকে (১০) পানির ফোঁটারূপে

টীকা-১. 'সূরা মু'মিনূন' মক্কী। এতে ছয়টি রুকূ' একশ আঠারটি আয়াত, এক হাজার আটশ চল্লিশটি পদ এবং চার হাজার আটশ দু'টি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় থাকে এবং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শান্ত থাকে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, নামাযের মধ্যে বিনয় ও নম্রতা এ যে, তাতে মন লাগা থাকে, দুনিয়ার প্রতি মনোযোগ সরে যায়, দৃষ্টি নামাযের স্থান থেকে সরে যায় না, চোখের কোণা দিয়ে কোন দিকে দেখেনা, কোন প্রকার অনর্থক কাজ করে না, কোন কাপড় কাঁধের উপর থেকে এভাবে ঝুলায়না যে, সেটার দু'পাশ ঝুলতে থাকে ও উভয় পার্শ্ব পরস্পর মিলিত অবস্থায় থাকে না, আঙ্গুল মটকায়না এবং এ ধরণের কার্যাদি থেকে বিরত থাকে।

কেউ কেউ বলেন, 'নম্রতা' এই যে, আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না।

টীকা-৩. প্রত্যেক প্রকার খেলাধূলা ও বাতুলতা থেকে বিরত থাকে,

টীকা-৪. অর্থাৎ তা নিয়মানুবর্তিতার সাথে পালন করে এবং সবসময় করতে থাকে,

টীকা-৫. আপন আপন বিবি ও বাঁদীদের সাথে বৈধ পন্থায় মিলিত হবার ক্ষেত্রে,

টীকা-৬. যে হালাল থেকে হারামের দিকে অতিক্রম করে;

মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা যায় যে, হাত দ্বারা যৌন প্রবৃত্তি মেটানো (হস্ত মৈথুন) হারাম। সা'ঈদ ইবনে জুবায়র রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক সম্প্রদায়কে শাস্তি দিয়েছেন, যারা নিজেদের লজ্জাস্থান দ্বারা খেলাধূলা করে।

টীকা-৭. চাই ঐ আমানতগুলো আল্লাহ্‌র হোক, অথবা সৃষ্টির হোক; অনুরূপভাবে, অঙ্গীকার আল্লাহ্‌র সাথে হোক অথবা সৃষ্টির সাথে হোক– সবটিই পূরণ করা অপরিহার্য।

টীকা-৮. এবং সেগুলোকে সে গুলোর নির্দ্ধারিত সময়ে, সে গুলোর শর্তও নিয়মাবলী সহকারে সম্পন্ন করে এবং ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল সবকিছুর প্রতি যত্নবান হয়।

টীকা-৯. তাফসীরকারকগণ বলেন যে, 'ইন্‌সান' (মানুষ) দ্বারা এখানে 'হযরত আদম' (আলায়হিস্ সালাম)-এর কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১০. অর্থাৎ তাঁর বংশধরকে

فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ⑬

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا
الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ
عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ
أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ ⑭

ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ⑮

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ⑯

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ
وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ⑰
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ
فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ
لَقَادِرُونَ ⑱

فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ
وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا
تَأْكُلُونَ ⑲

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ
بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ ⑳
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم
مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ㉑

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ㉒

স্থাপন করেছি একটা মজবুত আধারের মধ্যে (১১)।

১৪. অতঃপর আমি উক্ত পানির ফোঁটাকে রক্ত-পিণ্ডে পরিণত করেছি; অতঃপর ঐ রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি; অতঃপর মাংসপিণ্ডকে অস্থিতে পরিণত করেছি; অতঃপর উক্ত অস্থিগুলোর উপর মাংস পরিয়েছি; তারপর সেটাকে অন্য আকৃতিতে গড়ে তুলেছি (১২); অতএব, মহা মঙ্গলময় হন আল্লাহ্, সর্বোত্তম স্রষ্টা।

১৫. অতঃপর, এরপরে তোমরা অবশ্যই (১৩) মরণশীল।

১৬. অতঃপর তোমাদের সবাইকে ক্বিয়ামতের দিন (১৪) পুনরুত্থিত করা হবে।

১৭. এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের উর্ধ্বে সাতটা পথ সৃষ্টি করেছি (১৫); এবং আমি সৃষ্টি সম্পর্কে অনবগত নই (১৬)।

১৮. এবং আমি আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেছি (১৭) একটা পরিমাণ মতো (১৮); অতঃপর সেটুকু যমীনের মধ্যে সংরক্ষিত করেছি এবং নিশ্চয় আমি সেটুকুকে অপসারিত করতেও সক্ষম (১৯)।

১৯. অতঃপর তা দ্বারা আমি তোমাদের বাগানসমূহ সৃষ্টি করেছি- খেজুর ও আঙ্গুরের, তোমাদের জন্য সেগুলোর মধ্যে প্রচুর ফল রয়েছে (২০) এবং সেগুলো থেকে তোমরা আহার করে থাকো (২১);

২০. এবং ঐ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পর্বত থেকে বের হয় (২২), যা জন্মায় তৈল সহকারে এবং ভোজনকারীদের জন্য ব্যঞ্জন (২৩)।

২১. এবং নিশ্চয় তোমাদের জন্য চতুষ্পদ পশুগুলোর মধ্যে উপলব্ধি করার ক্ষেত্র রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তা থেকেই, যা সেগুলোর উদরে রয়েছে (২৪) এবং তোমাদের জন্য সেগুলোর মধ্যে প্রচুর উপকারিতা রয়েছে (২৫), এবং সেগুলো থেকে তোমাদের খোরাক রয়েছে (২৬),

২২. এবং সেগুলোর উপর (২৭) ও নৌযানের উপর (২৮) তোমাদেরকে আরোহণ করানো হয়।

টীকা-১১. অর্থাৎ মাতৃগর্ভে।

টীকা-১২. অর্থাৎ তাতে রূহ স্থাপন করেছি; উক্ত প্রাণহীনকে প্রাণবান করেছি। বাক্‌শক্তি, শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছি;

টীকা-১৩. আপন জীবনকাল পূর্ণ হবার পর

টীকা-১৪. হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের জন্য

টীকা-১৫. সেগুলো দ্বারা আসমানসমূহ বুঝানো হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে ফিরিশ্‌তাদের আরোহণ-অবতরণের পথ;

টীকা-১৬. সবার কার্যাদি, কথাবার্তা ও মনের গোপন কথা সম্পর্কেও অবহিত। কোন কিছুই আমার নিকট গোপন নেই।

টীকা-১৭. অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ করেছি

টীকা-১৮. যতটুকু আমাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মধ্যে সৃষ্টির চাহিদা মিটানোর জন্য প্রয়োজন;

টীকা-১৯. যেমনিভাবে আপন ক্ষমতার বর্ষণ করেছি, অনুরূপভাবে এর উপরও সক্ষম যে, সেটাকে অপসারণ করবো। সুতরাং বান্দাদের জন্য কৃতজ্ঞতা সহকারে উক্ত অনুগ্রহের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

টীকা-২০. বিভিন্ন ধরণের;

টীকা-২১. শীত ও গরম ইত্যাদি মৌসুমে এবং জীবনযাপন করছো;

টীকা-২২. এ বৃক্ষ দ্বারা 'যায়তূন' বুঝানো হয়েছে,

টীকা-২৩. এতো সেটার মধ্যে এক আশ্চর্যজনক গুণ যে, তা তৈল ও তৈলের উপকারিতা এবং গুণাবলীও তা থেকে লাভ করা যায়; জ্বালানী হিসেবেও ব্যবহার করা যায়, ঔষধরূপেও ব্যবহৃত হয়; ব্যঞ্জনের (তরকারী) কাজেও আসে যে, এককভাবে তা দ্বারা ও রুটী খাওয়া যেতে পারে।

টীকা-২৪. অর্থাৎ দুধ, পছন্দনীয় ও রুচি সম্মত, যা এক হালকা সুস্বাদু খাদ্যও।

টীকা-২৫. যেমন- সেগুলোর লোম, চামড়া এবং পশম ইত্যাদিও কাজে লাগাচ্ছো।

টীকা-২৬. যে, সেগুলোকে যবেহ করে খেয়ে থাকো,

টীকা-২৭. স্থলভাগে

টীকা-২৮. সমুদ্রগুলোতে

টীকা-২৯. তাঁর শাস্তির? কারণ, তাঁকে ব্যতীত অন্যান্যদের পূজা করছো!

টীকা-৩০. তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্য থেকে যে,

রুকূ' – দুই

২৩. নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছি; সুতরাং সে বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদত করো! তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন খোদা নেই। তবে কি তোমাদের ভয় নেই (২৯)?'

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. অতঃপর তার সম্প্রদায়ের যে সব সরদার কুফর করেছে তারা বললো (৩০), 'এতো নয়, কিন্তু তোমাদের মতো মানুষ, চায় তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠ হতে (৩১), আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে (৩২) ফিরিশ্‌তা অবতারণ করতেন; আমরাতো এ কথা পূর্ববর্তী বাপদাদাদের মধ্যে শুনিনি (৩৩)।

فَقَالَ ٱلْمَلَؤُا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَٰٓئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِىٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

২৫. সেতো নয়, কিন্তু একজন উন্মাদ পুরুষ; সুতরাং কিছুকাল পর্যন্ত তার অপেক্ষা করেই থাকো (৩৪)।'

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌۢ بِهِۦ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا۟ بِهِۦ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾

২৬. নূহ আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন (৩৫) এর উপর যে, তারা আমাকে অস্বীকার করেছে।'

قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٦﴾

২৭. অতঃপর আমি তার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি, 'আমার দৃষ্টির সামনে (৩৬) এবং আমার নির্দেশে নৌকা তৈরী করো; অতঃপর যখন আমার নির্দেশ আসবে (৩৭) এবং উনুন উথলে উঠবে (৩৮) তখন তাতে বসিয়ে নিও (৩৯) প্রত্যেক জোড়া থেকে দু'টি করে (৪০) এবং নিজ পরিবার-পরিজনকে (৪১); কিন্তু তাদের মধ্য থেকে সেসব লোক (-কে নয়), যাদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত পূর্বেই হয়ে গেছে (৪২); এবং ঐসব যালিমদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথাই বলবেনা (৪৩); এদেরকে অবশ্যই নিমজ্জিত করা হবে।

فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ ۙ فَٱسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾

২৮. অতঃপর যখন ঠিকভাবে বসে পড়বে নৌকার উপর তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা, তখন বলো– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাদেরকে এ যালিমদের থেকে উদ্ধার করেছেন।'

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَّىٰنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٨﴾

টীকা-৩১. এবং তোমাদেরকে তাঁর অনুসারী করতে চায়,

টীকা-৩২. যে, রসূল প্রেরণ করবেন এবং সৃষ্টিপূজা নিষিদ্ধ করবেন

টীকা-৩৩. যে, মানুষও রসূল হয়। এটা তাদের বোকামী ছিলো যে, মানুষ রসূল হবার বিষয়কে মেনে নিতে পারেনি; অথচ পাথরগুলোকে খোদা মেনে বসেছে। আর তারা হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে একথাও বলেছিলো–

টীকা-৩৪. যে পর্যন্ত তাঁর উন্মাদনা দূরীভূত হয়ে যায়। তেমন হলে তো ভালো, নতুবা তাকে হত্যা করে ফেলো। যখন হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম তাদের ঈমান আনা থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং সেসব লোকের হিদায়ত-প্রাপ্তির আশা বাকী রইলো না, তখন হযরত

টীকা-৩৫. এবং এ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করুন!

টীকা-৩৬. অর্থাৎ আমারই সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে

টীকা-৩৭. তাদের ধ্বংসের এবং শাস্তির চিহ্নসমূহ প্রকাশ পায়

টীকা-৩৮. এবং সেটার মধ্য থেকে পানি বের হয়ে আসে, তবে সেটা আযাব আরম্ভ হবারই চিহ্ন,

টীকা-৩৯. অর্থাৎ নৌকায় জন্তুগুলোর

টীকা-৪০. নর ও নারী

টীকা-৪১. অর্থাৎ আপন ঈমানদার বিবি এবং ঈমানদার সন্তানগণ অথবা সমস্ত মু'মিন;

টীকা-৪২. এবং অনন্ত আদি বাণীতে তাদের শাস্তি ও ধ্বংস নির্দ্ধারিত হয়েছে। সে তাঁর এক পুত্র ছিলো। তার নাম 'কিনআন' এবং এক স্ত্রী। তারা দু'জন কাফির ছিলো। তিনি তাঁর তিন সন্তান– সাম, হাম ও ইয়াফিস এবং তাদের স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য মু'মিনগণকে আরোহণ করালেন। সমস্ত লোক, যারা নৌকায় ছিলো, তাদের সংখ্যা আটাত্তর ছিলো– অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক স্ত্রীলোক।

টীকা-৪৩. এবং তাদের জন্য মুক্তি তলব করবেন না এবং প্রার্থনাও করবেন না;

টীকা-৪৪. নৌকা থেকে অবতরণ করার সময়, অথবা আরোহণ করার সময়,

টীকা-৪৫. অর্থাৎ হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের ঘটনায় এবং তাতেই যা আল্লাহ্র শত্রুদের প্রতি করা হয়েছে

টীকা-৪৬. এবং শিক্ষা, উপদেশ ও আল্লাহ্র কুদরতের প্রমাণাদিও

২৯. এবং আরয করো (৪৪), 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কল্যাণকর স্থানে অবতরণ করাও এবং তুমি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী।'

وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. নিশ্চয় তাতে (৪৫) অবশ্যই নিদর্শনাদি রয়েছে (৪৬) এবং নিশ্চয় নিশ্চয় আমি পরীক্ষাকারী ছিলাম (৪৭)।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾

৩১. অতঃপর, তাদের (৪৮) পর আমি অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি (৪৯)।

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٣١﴾

৩২. অতঃপর তাদের মধ্যে এক রসূল তাদেরই মধ্য থেকে প্রেরণ করেছি (৫০), 'আল্লাহ্র ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন খোদা নেই। তবে কি তোমাদের ভয় নেই (৫১)?'

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾

রুকূ' – তিন

৩৩. এবং বললো ঐ সম্প্রদায়ের সর্দারগণ, যারা কুফর করেছে ও আখিরাতে হাযির হওয়াকে (৫২) অস্বীকার করেছে এবং আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে আরাম দিয়েছি (৫৩), "এতো নয়, কিন্তু তোমাদের মতো মানুষ; তোমরা যা আহার করো তা থেকেই আহার করে এবং যা তোমরা পান করো, তা থেকেই পান করে (৫৪);

وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. এবং যদি তোমরা তোমাদেরই মতো কোন মানুষের আনুগত্য করো, তবে তো তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে;

وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. সে কি তোমাদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, তোমরা যখন মরে যাবে এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হবে তারপর আবারও তোমাদেরকে (৫৫) বের করে আনা হবে?

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. কতই দূরে! কতই দূরে! যা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে (৫৬);

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. তাতো নয়, কিন্তু আমাদের পার্থিব জীবনই (৫৭) যে, আমরা মরি ও বাঁচি (৫৮)

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا

টীকা-৪৭. উক্ত সম্প্রদায়কে, হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামকে তাদের প্রতি প্রেরণ করে এবং তাদেরকে উপদেশ মান্য করার নির্দেশ প্রদান করে; যাতে এ কথা প্রকাশ পেয়ে যায় যে, আযাব নাযিল হবার পূর্বে কে উপদেশ গ্রহণ করছে এবং সত্যায়ন ও আনুগত্য করছে, আর কোন্ অবাধ্য ব্যক্তি অস্বীকার ও বিরোধিতার উপর একগুঁয়েমী অবলম্বন করছে!

টীকা-৪৮. অর্থাৎ নূহ আলায়হিস্ সালামের সম্প্রদায়ের শাস্তি ও ধ্বংসের

টীকা-৪৯. অর্থাৎ 'আদ ও হূদ সম্প্রদায়।

টীকা-৫০. অর্থাৎ হূদ আলায়হিস্ সালাম এবং তাঁর মাধ্যমে ঐ সম্প্রদায়কে নির্দেশ দিয়েছি যে,

টীকা-৫১. তাঁর শাস্তির? সুতরাং শির্ক বর্জন করো এবং ঈমান আনো!

টীকা-৫২. এবং সেখানকার সাওয়াব ও শাস্তি ইত্যাদিকে

টীকা-৫৩. অর্থাৎ কোন কোন কাফির, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জীবন যাপনের স্বাচ্ছন্দ্য এবং পার্থিব অনুগ্রহ প্রদান করেছিলেন। তারা আপন নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে তাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলতে লাগলো

টীকা-৫৪. অর্থাৎ 'ইনি যদি নবী হতেন, তবে ফিরিশ্তাকুলের ন্যায় পানাহার থেকে পবিত্র থাকতেন।'

এসব হৃদয়ান্ধ লোক নবূয়তের পরিপূর্ণতার গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি; এবং পানাহারের বৈশিষ্ট্যাবলী দেখে নবীকে নিজেদের মতো মানুষ বলতে শুরু করেছে। এটাই তাদের পথভ্রষ্টতার ভিত্তি হলো। সুতরাং তা থেকেই তারা সিদ্ধান্ত বের করলো এবং পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো।

টীকা-৫৫. কবরসমূহ থেকে, জীবিত

টীকা-৫৬. অর্থাৎ তারা মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াকে একেবারে অসম্ভব মনে করলো এবং একথাই মনে করলো যে, এমন কখনো হবারই নয়, আর এই ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে বলতে লাগলো;

টীকা-৫৭. এ থেকে তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, এ পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কোন জীবনই নেই। জীবন শুধু এতটুকুই।

টীকা-৫৮. যে, আমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করে, কেউ জন্মলাভ করে

وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝

এবং আমাদেরকে উঠতে হবে না (৫৯)।

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۝

৩৮. সে তো নয়, কিন্তু এমন এক পুরুষ, যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করেছে (৬০) এবং আমরা তাকে মান্য করারই নই (৬১)।'

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ۝

৩৯. আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন! এর উপর যে, তারা আমাকে অস্বীকার করেছে।'

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ۝

৪০. আল্লাহ্ বলেন, 'কিছু সময় অতিবাহিত হতেই তারা ভোর করবে অনুতপ্ত অবস্থায় (৬২)।'

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ۚ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

৪১. অতঃপর তাদেরকে পেয়ে বসেছে সত্য মহা'চিৎকার (৬৩), অতঃপর আমি তাদেরকে খড়কুটায় পরিণত করে দিলাম (৬৪), সুতরাং দূর হোক (৬৫) যালিম লোকেরা!

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ۝

৪২. অতঃপর আমি তাদের পর অন্যান্য বহু সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি (৬৬)।

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝

৪৩. কোন উম্মত আপন নির্দ্ধারিত মেয়াদকাল থেকে না পূর্বে যাবে, না পেছনে থাকবে (৬৭)।

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۖ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۚ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

৪৪. অতঃপর আমি আপন রসূল প্রেরণ করেছি একের পর এক। যখন কোন উম্মতের নিকট তার রসূল এসেছেন তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করেছে (৬৮); অতঃপর আমি পূর্ববর্তীদের সাথে পরবর্তীদেরকে মিলিয়ে দিয়েছি(৬৯) এবং তাদেরকে কাহিনীতে পরিণত করে দিয়েছি (৭০); সুতরাং দূর হোক ঐ সব লোক, যারা ঈমান আনেনা!

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ ۙ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ۝

৪৫. অতঃপর আমি মূসা ও তার ভাই হারূনকে আমার নিদর্শনাদি ও সুস্পষ্ট সনদ (৭১) সহকারে প্রেরণ করেছি-

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ۝

৪৬. ফিরআউন ও তার সভাসদবর্গের প্রতি। অতঃপর তারা অহংকার করলো (৭২) এবং সেসব লোক আধিপত্যপ্রাপ্ত ছিলো (৭৩)।

فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ۝

৪৭. সুতরাং তারা বললো,' আমরা কি ঈমান নিয়েআসবো আমাদেরই মতো দু'জন লোকের উপর (৭৪), অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করছে (৭৫)?'

টীকা-৫৯. মৃত্যুর পর আর আপন রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তারা একথা বললো যে,

টীকা-৬০. যে, নিজে নিজেকেই তাঁর নবী বলে ঘোষণা করেছেন এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবার সংবাদ দিয়েছেন।

টীকা-৬১. পয়গাম্বর আলায়হিস্ সালাম যখন তাদের ঈমান আনা'র ক্ষেত্রে নিরাশ হলেন এবং তিনি দেখলেন যে, সম্প্রদায় অবাধ্যতার চরম সীমায়, তখন তিনি তাদেরকে অভিশম্পাত করলেন এবং আল্লাহ্র দরবারে

টীকা-৬২. নিজেদের কুফর ও অস্বীকার করা'র জন্য; যখন তারা আল্লাহ্র শাস্তি দেখতে পাবে।

টীকা-৬৩. অর্থাৎ তারা শাস্তি ও ধ্বংসের মধ্যে গ্রেফতার হয়েছে,

টীকা-৬৪. অর্থাৎ তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে খড়কুটার ন্যায় হয়ে গেছে,

টীকা-৬৫. অর্থাৎ আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে থাকুক নবীগণকে অস্বীকারকারীগণ!

টীকা-৬৬. যেমন হযরত সালিহ (আলায়হিস্ সালাম)-এর সম্প্রদায়, হযরত লূত (আলায়হিস্ সালাম)-এর সম্প্রদায়, ও হযরত শু'আয়ব (আলায়হিস্ সালাম)-এর সম্প্রদায় ইত্যাদি।

টীকা-৬৭. যার জন্য ধ্বংসের যেই সময় নির্দ্ধারিত হয়, তারা ঠিক তখনই ধ্বংস হবে; তাতে এক মুহূর্তের জন্যও ত্বরান্বিত ও বিলম্বিত হতে পারেনা।

টীকা-৬৮. এবং তাঁর হিদায়ত মান্য করেনি এবং তাঁর উপর ঈমান আনেনি;

টীকা-৬৯. এবং পরবর্তী যুগের লোকদেরকে পূর্ববর্তীদের মতো ধ্বংস করে দিয়েছি

টীকা-৭০. যে, পরবর্তীগণ গল্পকাহিনীর মতো তাদের অবস্থা বর্ণনা করবে এবং তাদের শাস্তি ও ধ্বংসের বিবরণ শিক্ষা গ্রহণের কারণ হবে।

টীকা-৭১. যেমন, লাঠি ও শুভ্রহস্ত ইত্যাদি মু'জিযা

টীকা-৭২. এবং স্বীয় অহংকারের কারণে ঈমান আনেনি

টীকা-৭৩. বনী ইস্রাঈলের উপর; তাদের যুলুম ও অত্যাচারের মাধ্যমে। যখন হযরত মূসা ও হযরত হারূন আলায়হিমাস্ সালাম তাদেরকে ঈমানের প্রতি দাওয়াত দিলেন,

টীকা-৭৪. অর্থাৎ হযরত মূসা ও হযরত হারূনের প্রতি,

টীকা-৭৫. অর্থাৎ বনী ইস্রাঈল আমাদের কর্তৃত্বাধীন। কাজেই, এটা কিভাবে বরদাশ্ত হবে যে, ঐ সম্প্রদায়েরই দু'জন লোকের উপর ঈমান এনে তাদের

৪৮. অতঃপর তারা তাঁদের দু'জনকে অস্বীকার করলো; ফলে ধ্বংসিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো (৭৬)।

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯. এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দান করেছি (৭৭) যাতে তারা (৭৮) হিদায়তপ্রাপ্ত হয়।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾

৫০. এবং আমি মারয়াম ও তার পুত্রকে (৭৯) নিদর্শন করেছি এবং তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি একটা উচ্চ ভূমিতে (৮০), যেখানে রয়েছে বসবাসের উপযুক্ত স্থান (৮১) এবং চোখের সামনে প্রবহমান পানি।

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾

রুকূ' - চার

৫১. হে পয়গাম্বরগণ! পবিত্র বস্তু আহার করো (৮২) এবং সৎকর্ম করো। আমি তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে অবগত আছি (৮৩)।

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

৫২. এবং নিশ্চয় এ যে, তোমাদের দ্বীন একই দ্বীন (৮৪) এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক হই; অতএব আমাকে ভয় করো।

وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

৫৩. অতঃপর তাদের উম্মতগণ নিজেদের কাজ (ধর্ম)-কে পরস্পরের মধ্যে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে (৮৫); প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়েই আনন্দিত (৮৬)।

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪. সুতরাং আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন তাদের নেশার মধ্যে (৮৭) একটা সময়সীমা পর্যন্ত (৮৮)।

فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾

৫৫. তারা কি একথা মনে করছে যে, আমি তাদেরকে ঐ যে সাহায্য করেছি ধনৈশ্বর্য ও সন্তানদের দ্বারা (৮৯),

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾

৫৬. তা যে, তাদেরকে শীঘ্র শীঘ্র কল্যাণসমূহই প্রদান করছি (৯০? বরং তাদের খবর নেই (৯১)।

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾

অনুগত হয়ে যাবো?

টীকা-৭৬. এবং ডুবিয়ে মারা হলো।

টীকা-৭৭. অর্থাৎ তাওরীত শরীফ, ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর

টীকা-৭৮. অর্থাৎ হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের সম্প্রদায় বনী ইস্রাঈলকে

টীকা-৭৯. অর্থাৎ হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করে আপন ক্ষমতার

টীকা-৮০. তা দ্বারা হয়ত 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' অথবা দামেস্ক কিংবা ফিলিস্তিন বুঝানো হয়েছে। এ কয়েকটা অভিমতই রয়েছে।

টীকা-৮১. অর্থাৎ ভূমি সমতল ও বিস্তৃত, প্রচুর ফলমূল সম্পন্ন, যাতে বসবাসকারীরা নিরাপদে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে জীবন যাপন করতে পারে।

টীকা-৮২. এখানে 'পয়গাম্বরগণ' দ্বারা হয়ত 'সমস্ত পয়গাম্বর' বুঝানো হয়েছে এবং প্রত্যেক রসূলকে তাঁর যুগে এ আহ্বানই করা হয়েছে অথবা 'রসূলগণ' বলে বিশেষ করে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কথা বুঝানো হয়েছে। অথবা 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম'-এর কথা বুঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এ কয়েকটা অভিমত রয়েছে।

টীকা-৮৩. সেগুলোর প্রতিদান দেবো।

টীকা-৮৪. অর্থাৎ 'ইসলাম'

টীকা-৮৫. দলে দলে বিভক্ত হয়েছে- ইহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নি পূজারীগণ ইত্যাদি;

টীকা-৮৬. এবং নিজেরা নিজেদেরকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলে মনে করে। আর অন্যান্যদেরকে ভ্রান্তির উপর রয়েছে বলে মনে করে। এভাবেই, তাদের মধ্যে ধর্মীয় মতভেদ রয়েছে। এখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হচ্ছে-

টীকা-৮৭. অর্থাৎ তাদের কুফর, ভ্রান্তি, মূর্খতা ও অলসতার মধ্যে

টীকা-৮৮. অর্থাৎ তাদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত।

টীকা-৮৯. পৃথিবীতে,

টীকা-৯০. এবং আমার এসব অনুগ্রহ তাদের কর্মসমূহেরই প্রতিদান? অথবা আমার সন্তুষ্টিরই দলীল? এমন মনে করা ভুল হবে। বাস্তব ঘটনা তা নয়

টীকা-৯১. যে, আমি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি।

টীকা-৯২. তাদের অন্তরে তাঁর শাস্তির ভয় রয়েছে। হযরত হাসান বসরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "মু'মিন সৎকর্ম করে এবং খোদাকে ভয় করে; পক্ষান্তরে, কাফির অসৎ কর্ম করে এবং ভয়শূন্য থাকে।"

টীকা-৯৩. এবং তাঁর কিতাবগুলোকে মান্য করে,

টীকা-৯৪. যাকাত ও সাদক্বাহসমূহ; অথবা অর্থ এই যে, সৎকর্মসমূহ পালন করে

টীকা-৯৫. তিরমীযী শরীফের হাদিসে বর্ণিত আছে যে, হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীক্বাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ আয়াতে কি ঐসব লোকের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা মদ্য পান করে ও চুরি করে?" এরশাদ ফরমালেন, "ওহে (হযরত আবু বকর) সিদ্দীক্ব-এর নয়নমণি! এমন নয়। এটা ঐসব লোকের বিবরণ, যারা রোযা রাখে, সাদক্বাহ প্রদান করে, আর এ ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে যে, কখনো তাদের এ কার্যাবলী অগ্রাহ্য হয়ে যাচ্ছে কিনা।"

৫৭. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে (৯২),

إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮. এবং ঐসব লোক, যারা আপন প্রতিপালকের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে (৯৩),

وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯. এবং ঐসব লোক যারা আপন প্রতিপালকের সাথে কোন শরীক স্থির করেনা,

وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

৬০. এবং ঐসব লোক, যারা প্রদান করে যা কিছু প্রদান করে থাকে (৯৪) এবং তাদের অন্তর ভয় করতে থাকে এ কথাকে যে, তাদেরকে আপন প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (৯৫)-

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾

৬১. এসব লোক কল্যাণকর কার্যাদি দ্রুত সম্পাদন করে এবং এরাই সর্বপ্রথম সেগুলোর নিকট পৌঁছে (৯৬)।

أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾

৬২. এবং আমি কোন প্রাণের উপর বোঝা অর্পণ করিনা, কিন্তু তার সাধ্যমতো এবং আমার নিকট একটা কিতাব আছে যা সত্য ব্যক্ত করে (৯৭) এবং তাদের প্রতি যুলুম হবে না (৯৮);

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩. বরং তাদের অন্তর এ বিষয়ে (৯৯) অলসতার মধ্যে রয়েছে এবং তাদের কাজ ঐসব কাজ থেকে ভিন্ন (১০০), যেগুলো তারা করছে।

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪. শেষ পর্যন্ত, যখন আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করি (১০১), তখনই তারা ফরিয়াদ করতে থাকে (১০২)।

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫. 'আজ ফরিয়াদ করোনা, আমার পক্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করা হবেনা।'

لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ ۖ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬. নিশ্চয় আমার আয়াতসমূহ (১০৩) তোমাদের নিকট পাঠ করা হতো, তখন তোমরা তোমাদের পায়ের গোড়ালীর উপর ভর করে পেছনে সরে পড়তে (১০৪)

قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭. হেরমের সেবার উপর দম্ভ ভরে (১০৫);

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ

টীকা-৯৬. অর্থাৎ সৎকর্মসমূহের নিকট। অর্থ এই যে, তাঁরা সৎকর্মের ক্ষেত্রে অন্যান্য উম্মতদেরকেও ছাড়িয়ে যায়।

টীকা-৯৭. তাতে প্রত্যেক ব্যক্তির আমল লিপিবদ্ধ রয়েছে, আর তা হচ্ছে 'লওহ-ই-মাহফূয।'

টীকা-৯৮. না কারো সৎকর্ম হ্রাস করা হবে, না অসৎকর্ম বৃদ্ধি করা হবে। এর পর কাফিরদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে-

টীকা-৯৯. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ সম্পর্কে

টীকা-১০০. যেগুলো ঈমানদারদেরই কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে,

টীকা-১০১. এবং দিনের পর দিন তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। আর একটি অভিমত এও রয়েছে যে, উক্ত শাস্তি দ্বারা 'অনাহার' ও 'ক্ষুধা'র ঐ মুসীবত বুঝানো হয়েছে, যা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দো'আর কারণে তাদের উপর অবধারিত হয়েছিলো। উক্ত দুর্ভিক্ষের কারণে তাদের অবস্থা এমন শোচনীয় হয়েছিলো যে, তারা কুকুর ও মৃতের মাংস পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিলো।

টীকা-১০২. এখন তাদের জবাব এ যে,

টীকা-১০৩. অর্থাৎ ক্বোরআন মজীদের আয়াতসমূহ

টীকা-১০৪. এবং উক্ত আয়াতসমূহ অমান্য করতো, না সেগুলোর উপর ঈমান আনতো;

টীকা-১০৫. এবং এ কথা বলতো, "আমরা হেরমের অধিবাসী এবং বায়তুল্লাহ্ (আল্লাহর ঘর)-এর প্রতিবেশী। সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে কেউ বিজয়ী

হবেনা। আমাদের কারো ভয় নেই।"

টীকা-১০৬. কা'বা মু'আয্যমার চতুর্পাশে একত্রিত হয়ে, আর উক্ত গল্প-গুজবের মধ্যে অধিকাংশই ছিলো ক্বোরআন করীমের বিরুদ্ধে সমালোচনা, সেটাকে 'যাদু' ও 'কবিতা' বলে মন্তব্য করা। আর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অবাস্তব কথাবার্তাই বলা হতো।

টীকা-১০৭. অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এবং তাঁর উপর ঈমান আনা ও ক্বোরআন করীমকে।

টীকা-১০৮. অর্থাৎ ক্বোরআন পাকের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করেনি এবং সেটার সাথে মুকাবিলা করা অসম্ভব হওয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি? যা দ্বারা তারা উপলব্ধি করতে পারতো যে, এ বাণী (ক্বোরআন) সত্য, এটা সত্য বলে মেনে নেয়া অপরিহার্য, আর যা কিছু তাতে এরশাদ হয়েছে সবই সত্য ও তা মেনে নেয়া একান্ত আবশ্যক। আর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সত্যতা ও হক হবার পক্ষে এতে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি মওজুদ রয়েছে।

টীকা-১০৯. অর্থাৎ রসূলের শুভাগমন এমন কোন নতুন কথা নয়, যা পূর্ববর্তী যুগে কখনো সংঘটিত হয়নি, যে কারণে তারা একথা বলতে পারে যে, আমাদের জানাই ছিলো না যে, খোদার পক্ষ থেকে রসূলও এসে থাকেন; যদি পূর্বেকার যুগসমূহে কোন রসূল এসে থাকেন, আর আমরাও যদি এর আলোচনা শুনতে পেতাম, তাহলে আমরা কেনই বা এ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মানতাম না? এ ধরণের ওযর-অজুহাত প্রকাশ করার সুযোগই নেই। কেননা, পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে রসূল এসেছেন এবং আল্লাহ্র কিতাবও নাযিল হয়েছে।

টীকা-১১০. এবং হুযূরের বরকতময় জীবদ্দশার সমস্ত অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি এবং তাঁর উচ্চ বংশ, সততা, বিশ্বস্ততা, পূর্ণাঙ্গ বুদ্ধিমত্তা, সুন্দর চরিত্র, পূর্ণ সহনশীলতা, সরলতা, অঙ্গীকার পালন করা, বদান্যতা ও ভদ্রতা ইত্যাদি পবিত্র চরিত্র ও সুন্দর গুণাবলী এবং কারো নিকট থেকে শিক্ষার্জন করা ব্যতিরেকে তিনি জ্ঞানে পূর্ণাঙ্গ হওয়া আর সমগ্র বিশ্বে সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও প্রাধান্যের অধিকারী হওয়ার বিষয়কে অনুধাবন করেনি- তিনি তেমনি কিনা (তা তারা জানতে চেষ্টা করেনি)।

টীকা-১১১. বাস্তবিক পক্ষে এ কথা তো নয়, বরং তারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এবং তাঁর গুণাবলী ও 'কামালাত' সম্পর্কে খুব ভালভাবে জানে। আর তাঁর প্রশংসিত গুণাবলী বিশ্বের সর্বত্র সুপ্রসিদ্ধ।

টীকা-১১২. এটাও সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন। কেননা, তারা জানে যে, তাঁর মতো জ্ঞানী ও পূর্ণাঙ্গ বিবেক ও বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব তারা দেখতে পায়নি।

টীকা-১১৩. অর্থাৎ ক্বোরআন করীম, যা আল্লাহ্র তাওহীদ বা একত্ববাদ ও দ্বীনের বিধি-বিধানের ধারক

রাতে সেখানে অর্থহীন গল্পগুজব করতে করতে (১০৬), সত্যকে বর্জন করতে (১০৭)।

بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ۝٦٧

৬৮. তবে কি তারা এ বাণীর মধ্যে গভীর চিন্তা করেনি (১০৮), অথবা তাদের নিকট কি তাই এসেছে, যা তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসেনি (১০৯)?

اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٦٨

৬৯. অথবা তারা কি তাদের রসূলকে চিনে নি (১১০), অতঃপর তারা তাঁকে অপরিচিত মনে করছে (১১১)?

اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ۝٦٩

৭০. অথবা তারা কি বলে যে, তাঁর মধ্যে উন্মাদনা রয়েছে (১১২)? বরং তিনি তো তাদের নিকট সত্য নিয়ে এসেছেন (১১৩) এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশের সত্য ভাল লাগেনা (১১৪)।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ۝٧٠

৭১. এবং যদি সত্য (১১৫) তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হতো (১১৬), তবে অবশ্যই আসমান ও যমীন এবং যা কিছু সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেতো (১১৭); বরং

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ

টীকা-১১৪. কেননা, তাতে তাদের রিপুর কামনাসমূহের বিরোধিতা রয়েছে। এ কারণে তারা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর গুণাবলী ও 'কামালাত' সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও সত্যের বিরোধিতা করছে।

আয়াতে 'অধিকাংশ' পদের বিশেষণ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, এ অবস্থাটা তাদের অধিকাংশ লোকেরই। সুতরাং তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও ছিলো, যারা তাঁকে সত্য বলে জানতো এবং সত্য তাদের নিকট মন্দও লাগতো না। কিন্তু তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের সাথে একাত্মতা প্রকাশ অথবা তাদের সমালোচনার ভয়ে ঈমান আনেনি; যেমন আবু তালিব। ★

টীকা-১১৫. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ

টীকা-১১৬. এভাবে যে, সেগুলোর মধ্যে যদি এমন সব বিষয়বস্তু থাকতো, যেগুলোর কাফিরগণ কামনা করে, যেমন বহু-খোদা হওয়া এবং খোদার পুত্র ও কন্যাদি থাকা ইত্যাদি কুফরসমূহ।

টীকা-১১৭. এবং সমগ্র বিশ্বের নিয়ম-শৃংখলা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যেতো;

★ অবশ্য আবূ তালেবের ঈমান আনা সম্পর্কে মতবিরোধ আছে।

টীকা-১১৮. অর্থাৎ ক্বোরআন পাক

টীকা-১১৯. তাদেরকে হিদায়ত করা ও সৎপথ প্রদর্শন করার জন্য? এমন তো নয় আর তারাই বা কি; আপনাকেও তারা কি-ই বা দিতে পারে, আপনি যদি প্রতিদান চান!

টীকা-১২০. এবং তাঁর অনুগ্রহ আপনার উপর মহান এবং যেসব নি'মাত তিনি আপনাকে দান করেছেন সেগুলো প্রচুর ও উন্নত। কাজেই, আপনার তাদের পরোয়া কিসের? অতঃপর যখন তারা আপনার গুণাবলী ও 'কামালাত' সম্পর্কে অবগতও রয়েছে। চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ক্বোরআন পাকের সাথে মুকাবিলায় অক্ষমতা তাদের দৃষ্টিরই সামনে রয়েছে, আর আপনি তাদের নিকট হিদায়ত ও পথ-প্রদর্শনের জন্য কোন প্রতিদান এবং বিনিময়ও চাননা; সুতরাং এখন তাদের ঈমান আনতে আপত্তি কিসের?

টীকা-১২১. সুতরাং তাদের অপরিহার্য কর্তব্য যেন আপনার দাওয়াত গ্রহণ করে এবং ইসলামে দাখিল হয়।

আমি তো তাদের নিকট এমন জিনিষ এনেছি (১১৮) যাতে তাদের খ্যাতি ছিলো। অতঃপর তারা নিজেদের সম্মান থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।

بَلْ أَتَيْنَٰهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿٧١﴾

৭২. অথবা আপনি কি তাদের নিকট কোন প্রতিদান চাচ্ছেন (১১৯)? সুতরাং আপনার প্রতিপালকের প্রতিদানই সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং তিনি সর্বাধিক উত্তম জীবিকাদাতা (১২০)।

أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٧٢﴾

৭৩. এবং নিশ্চয় আপনি তাদেরকে সরল পথের দিকে আহ্বান করছেন (১২১)।

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾

৭৪. এবং নিশ্চয় যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান আনেনা, তারা অবশ্যই সরল পথ থেকে (১২২) সরে পড়েছে।

وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَٰطِ لَنَٰكِبُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫. এবং যদি আমি তাদের উপর দয়া করি এবং যে বিপদ (১২৩) তাদের উপর আপতিত হয়েছে, তা দূর করে দিই, তবুও তারা অবশ্যই অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকবে (১২৪)।

وَلَوْ رَحِمْنَٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا۟ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬. এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে শাস্তির মধ্যে পাকড়াও করেছি (১২৫), অতঃপর না তারা আপন প্রতিপালকের সম্মুখে বিনত হয়েছে এবং না কাতর প্রার্থনা করে (১২৬)।

وَلَقَدْ أَخَذْنَٰهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾

৭৭. অবশেষে যখন আমি তাদের জন্য খুলে দিই কোন কঠিন শাস্তির দুয়ার (১২৭), তখনই তারা তাতে হতাশ হয়ে পড়ে।

حَتَّىٰٓ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾

টীকা-১২২. অর্থাৎ সত্য দ্বীন থেকে

টীকা-১২৩. সাতসালা দুর্ভিক্ষের

টীকা-১২৪. অর্থাৎ নিজেদের কুফর, অবাধ্যতা এবং গোঁড়ামীর প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে এবং এ তোষামোদ দূরীভূত হতে থাকবে এবং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং মু'মিনদের প্রতি শত্রুতা ও অহংকার, যা তাদের পূর্বেকার নিয়মই ছিলো, তা-ই তারা অবলম্বন করবে।

শানে নুযূলঃ যখন ক্বোরাইশগণ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বদ-দো'আয় দীর্ঘ সাত বছরের দুর্ভিক্ষে লিপ্ত ও গ্রেফতার হলো এবং তাদের অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে গিয়েছিলো, তখন আবূ সুফিয়ান তাদের পক্ষ থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো এবং আরয করলো, "আপনি কি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হয়ে প্রেরিত হননি?" বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "নিশ্চয়।" আবূ সুফিয়ান বললো, "বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে তো আপনি বদরে হত্যা করেছেন। আর সন্তান-সন্ততি যারা আছে তারা আপনার বদ-দো'আর কারণে এমতাবস্থায় পৌঁছেছে যে, তারা দুর্ভিক্ষের বিপদে আক্রান্ত হয়েছে, তারা অনাহারে একেবারে কাতর হয়ে পড়েছে। ক্ষুধার তাড়নায় লোকেরা হাড্ডিসার হয়ে গেছে। মৃত পর্যন্ত আহার করেছে। আপনাকে আল্লাহর শপথ দিচ্ছি এবং আত্মীয়তারও। আপনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করুন যেন আমাদের থেকে এ দুর্ভিক্ষকে দূরীভূত করে দেন।" হুযূর (দঃ) দো'আ করলেন। আর তারা উক্ত বিপদ ক্ষেত্রে রক্ষা পেলো। এ ঘটনা সম্পর্কে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১২৫. দুর্ভিক্ষের অথবা হত্যার,

টীকা-১২৬. বরং নিজেদের একগুঁয়েমী ও অবাধ্যতার উপর থেকে যায়।

টীকা-১২৭. এই শাস্তি দ্বারা হয়ত 'দুর্ভিক্ষ' বুঝায়। যেমন- উপরোল্লেখিত বর্ণনার শানে নুযূল থেকে প্রতিভাত হয়। অথবা 'বদর' দিবসের হত্যা; এটা ঐ অভিমতের ভিত্তিতে, যাতে বলা হয়েছে যে, দুর্ভিক্ষের ঘটনা বদরের ঘটনার পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। আর কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, ঐ 'কঠিন শাস্তি' দ্বারা 'মৃত্যু' বুঝানো হয়েছে। কারো কারো মতে, 'ক্বিয়ামত'।

টীকা-১২৮. যাতে শুনতে ও দেখতে পাও এবং অনুধাবন করো আর ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারাদি অর্জন করো।

টীকা-১২৯. যেহেতু তোমরা ঐসব নি'মাতের মূল্যায়ন করোনি এবং সেগুলো থেকে উপকারগ্রহণ করোনি। আর কান, চোখ ও অন্তঃকরণ দ্বারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ শ্রবণ করা, দেখা, অনুধাবন করা এবং আল্লাহ্‌র পরিচিতি লাভ করার আর প্রকৃত অনুগ্রহদাতার প্রাপ্য সম্পর্কে পূর্ণ পরিচিতি লাভ করে কৃতজ্ঞ হবার উপকার গ্রহণ করোনি।

টীকা-১৩০. ক্বিয়ামত-দিবসে।

টীকা-১৩১. সে দু'টি একের পর এক করে আগমন করা, অন্ধকার ও আলোকিত হওয়া এবং হ্রাস-বৃদ্ধি হবার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা অপরটা থেকে ভিন্নরূপী হওয়া- এসব তাঁরই কুদরতের নিদর্শন।

টীকা-১৩২. সুতরাং সেগুলো থেকে শিক্ষার্জন করো এবং সেগুলোর মধ্যে খোদার মহাক্ষমতা লক্ষ্য করে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার বিষয়কে মেনে নাও এবং ঈমান আনো!

টীকা-১৩৩. অর্থাৎ তাদের পূর্বে কাফির

টীকা-১৩৪. যেগুলোর কোন বাস্তবতা নেই। কাফিরদের এই উক্তির খণ্ডন করা এবং তাদের বিরুদ্ধে দলীল প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্ত আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করেন-

টীকা-১৩৫. সেটার স্রষ্টা ও মালিক কে বলোতো!

টীকা-১৩৬. কেননা, এটা ব্যতীত অন্য কোন জবাবই নেই। আর মুশরিকগণ আল্লাহ্ তা'আলাই স্রষ্টা হওয়ার কথা স্বীকার করে তখন তারা এ জবাবই দিয়ে থাকে।

টীকা-১৩৭. যে, যিনি যমীনকে এবং সেটার সৃষ্ট বস্তুগুলোকে শুরুতেই সৃষ্টি করেছেন তিনি নিশ্চয় মৃতদেরকে জীবিত করতেও সক্ষম।

টীকা-১৩৮. তিনি ব্যতীত অন্য কারো পূজা করতে, শির্ক করতে এবং মৃতকে জীবিত করার উপর আল্লাহ্ সক্ষম হবার বিষয়কে অস্বীকার করতে?

টীকা-১৩৯. এবং প্রত্যেক কিছুর উপর প্রকৃত ক্ষমতা ও ইখ্‌তিয়ার কার হাতে?

টীকা-১৪০. তা হলে জবাব দাও!

রুকূ' - পাঁচ

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝٧٨

৭৮. এবং তিনিই হন যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষুসমূহ এবং অন্তঃকরণ (১২৮)। তোমরা খুব কমই সত্য মান্য করো (১২৯)।

وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝٧٩

৭৯. এবং তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তাঁরই প্রতি উঠতে হবে (১৩০)।

وَهُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝٨٠

৮০. এবং তিনিই জীবিত রাখেন ও মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই অধিকারে রাত ও দিনের পরিবর্তনসমূহ (১৩১)। তবুও কি তোমাদের বুঝ নেই (১৩২)?

بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ۝٨١

৮১. বরং তারা ঐ কথাই বলেছে যা পূর্ববর্তীরা (১৩৩) বলতো।

قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝٨٢

৮২. তারা বললো, 'যখন আমরা মরে যাবো এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হয়ে যাবো, তারপরও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো?

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٨٣

৮৩. নিশ্চয় এ প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বে আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেয়া হয়েছে। এতো নয়, কিন্তু ঐ পুরানা কাহিনী (১৩৪)।'

قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٨٤

৮৪. আপনি বলুন, 'কার সম্পদ পৃথিবী ও যা কিছু তাতে রয়েছে যদি তোমরা জানো (১৩৫)?'

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝٨٥

৮৫. তখন তারা বলবে, 'আল্লাহ্‌রই (১৩৬)।' আপনি বলুন, 'অতঃপর কেন চিন্তা-ভাবনা করছোনা (১৩৭)?'

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝٨٦

৮৬. আপনি বলুন, 'কে মালিক সপ্ত আসমানের এবং মালিক মহান আরশের?'

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝٨٧

৮৭. তখন বলবে, 'এটা আল্লাহ্‌রই মহিমা।' আপনি বলুন, 'তারপরও কেন ভয় করছোনা (১৩৮)?'

قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٨٨

৮৮. আপনি বলুন, 'কার হাতে প্রত্যেক কিছুর কর্তৃত্ব (১৩৯) এবং তিনি আশ্রয় দেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে কেউ আশ্রয় দিতে পারেনা, যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে (১৪০)?'

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ

৮৯. তখন বলবে, 'এটা আল্লাহ্‌রই মহিমা।'

টীকা-১৪১. অর্থাৎ কোন্ শয়তানী ধোকার মধ্যে রয়েছো, যার কারণে আল্লাহ্‌র তাওহীদ ও আনুগত্য ছেড়ে সত্যকে মিথ্যা মনে করছো? যখন তোমরা স্বীকার করছো যে, প্রকৃত ক্ষমতা তাঁরই এবং তাঁর বিরোধিতা করে কেউ কাউকেও আশ্রয় দিতে পারেনা, সুতরাং অন্য কারো ইবাদত করা সম্পূর্ণরূপে বাতিলই।

টীকা-১৪২. যে, আল্লাহ্‌র না সন্তান হতে পারে, না তাঁর কোন শরীক। এ দু'টির কোনটাই সম্ভব নয়।

টীকা-১৪৩. যারা তাঁর জন্য শরীক ও সন্তান-সন্ততি স্থির করে।

টীকা-১৪৪. তিনি তা থেকে পবিত্র। কেননা তিনি ' نوع ' ও ' جنس ' থেকে পবিত্র। ★ আর সন্তান-সন্ততি সেই হতে পারে যে সমজাতীয় হয়।

টীকা-১৪৫. যে 'ইলাহ্' (খোদা) হবার মধ্যে শরীক হয়।

قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿٨٩﴾

আপনি বলুন, 'অতঃপর কোন্ ধরণের যাদুর ধোকায় পড়ে রয়েছো (১৪১)?'

بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. বরং আমি তাদের নিকট সত্য এনেছি (১৪২) এবং তারা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী (১৪৩)।

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٩١﴾

৯১. আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি (১৪৪) এবং না তাঁর সাথে অন্য কোন খোদা আছে (১৪৫)। যদি তেমন হতো তবে প্রত্যেক খোদা আপন সৃষ্টি নিয়ে যেতো (১৪৬) এবং অবশ্যই একে অপরের উপর আপন প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইতো (১৪৭)। পবিত্রতা আল্লাহ্‌রই ঐসব কথা থেকে যেগুলো এরা রচনা করছে (১৪৮);

عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯২. পরিজ্ঞাতা প্রত্যেক অদৃশ্য ও দৃশ্যের; সুতরাং তিনি ঊর্ধ্বে তাদের শির্কের।

রুকূ' - ছয়

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. আপনি আরয করুন, 'হে আমার প্রতিপালক! যদি তুমি আমাকে দেখাও (১৪৯) যা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে,

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪. তবে হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সেসব যালিমের সাথী করোনা (১৫০)।'

وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫. এবং নিশ্চয় আমি সক্ষম হই আপনাকে দেখাতে যা আমি তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি (১৫১)।

টীকা-১৪৬. এবং তাকে অন্য কারো নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতোনা

টীকা-১৪৭. এবং অপরের উপর নিজের প্রাধান্য এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে ভালবাসতো। কেননা, পরস্পর বিরোধী শাসক গোষ্ঠীগুলো এটাই চায়। এ থেকে বুঝা গেলো যে, দু'খোদা হওয়া বাতিল। খোদা একই এবং প্রত্যেক কিছু তাঁরই কর্তৃত্বাধীন।

টীকা-১৪৮. অর্থাৎ তাঁর জন্য শরীক ও সন্তান-সন্ততি স্থির করে;

টীকা-১৪৯. ঐ শাস্তি,

টীকা-১৫০. এবং তাদের সহচর ও সাথী করোনা। এ প্রার্থনাটা বিনয় ও আবদিয়াত প্রকাশার্থে করেছিলেন; অথচ তিনি জানতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তাদের সহচর ও সাথী করবেন না। অনুরূপভাবে, নিষ্পাপ নবীগণ ইস্তিগফার (আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা) করতেন, এতদ্‌সত্ত্বেও যে, তাঁদের নিজেদের প্রতি খোদা প্রদত্ত ক্ষমা ও সম্মান সম্পর্কে সন্দেহাতীত নিশ্চিত জ্ঞান থাকে। এ সবই বিনয় ও 'বান্দা হওয়া'র কথা ঘোষণা করার উদ্দেশ্যেই ছিলো।

টীকা-১৫১. এটা হচ্ছে জবাব ঐ কাফিরদের প্রতি, যারা প্রতিশ্রুত শাস্তিকে অস্বীকার করতো এবং সেটার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, 'যদি তোমরা গভীরভাবে চিন্তা করো তবে বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে সক্ষম। এরপরেও অস্বীকার করার এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার কোন কারণ থাকতে পারেনা। আর শাস্তি আসতে যে বিলম্ব হচ্ছে তাতে আল্লাহ্‌র বহু রহস্য রয়েছে। যেমন- তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনার রয়েছে তারা ঈমান নিয়ে আসবে আর যাদের বংশধরগণ ঈমান আনার রয়েছে তাদের থেকে তাদের বংশধরও জন্মলাভ করবে।

★ তর্ক শাস্ত্রের পরিভাষায় نوع হচ্ছে ঐ সমষ্টির নাম, যার অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি এককের হাক্বীকৃত বা সত্তা একই শ্রেণীর হয়। যেমন 'মানুষ'। এর অন্তর্গত প্রত্যেকে, যেমন-হারূন, রশিদ, বকর প্রমুখ একই শ্রেণীর সত্তার অধিকারী আর 'মানুষ' শব্দটিও তাদের সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

আর جنس এমন সমষ্টিকে বলা হয়, যার অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি এককও একেকটি সমষ্টি হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকটি এককের হাক্বীকৃত বা সত্তাও শ্রেণীগত আকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন 'জীব' বলতে এমন সমষ্টিকে বুঝায়, যার মধ্যে বিভিন্ন জীবশ্রেণী, যেমন- মানুষ, গরু, ছাগল, ঘোড়া ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে; কিন্তু সত্তা, চরিত্র ও আকৃতির দিক দিয়ে পরস্পর পরস্পর থেকে ভিন্ন। এই ভিন্নতা সত্ত্বেও একটি মাত্র সমষ্টির অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু আল্লাহ্ পাক এরূপ সমষ্টি, অংশ, শ্রেণী বা একক কোনটিই নন।

টীকা-১৫২. এ সুন্দর বাক্যটার মাহাত্ম্য অতি ব্যাপক। এর এ অর্থও হতে পারে যে, 'তাওহীদ'- যা সর্বোচ্চ মঙ্গল, তা দ্বারা শির্কের অমঙ্গলকে দূরীভূত করুন!' এটাও হতে পারে যে, 'আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও খোদাভীরুতার প্রচলন করে অবাধ্যতাও পাপাচারের অমঙ্গলকে প্রতিহত করুন।' এও হতে পারে যে, 'আপন উন্নত চরিত্র দ্বারা দোষী লোকদের প্রতি এভাবে ক্ষমা ও দয়া করুন, যার ফলে দ্বীনের মধ্যে কোন অলসতা না হয়।

টীকা-১৫৩. আল্লাহ্ ও রসূল সম্বন্ধে। অতঃপর আমি সেটার প্রতিফল দেবো।

টীকা-১৫৪. যেগুলো দ্বারা তারা মানুষকে ধোকা দিয়ে অবাধ্যতা ও পাপাচারে লিপ্ত করে;

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬. সর্বোত্তম পূণ্য দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করো (১৫২)। আমি সবিশেষ অবহিত সেসব উক্তি সম্বন্ধে যেগুলো এরা রচনা করছে (১৫৩)।

وَقُلْ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٧﴾

৯৭. এবং আপনি আরয করুন! 'হে আমার প্রতিপালক! তোমারই আশ্রয় (প্রার্থনা করছি) শয়তানদের প্ররোচনাসমূহ থেকে (১৫৪);

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾

৯৮. এবং হে আমার প্রতিপালক! তোমারই আশ্রয় চাচ্ছি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে।'

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾

৯৯. এমনকি, যখন তাদের মধ্যে কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় (১৫৫) তখন বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনর্বার ফেরত পাঠান (১৫৬)!

لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾

১০০. হয়ত আমি তখন কিছু পূণ্য অর্জন করবো তাতেই, যা আমি ছেড়ে এসেছি (১৫৭)।' নিশ্চয় এটাতো একটা উক্তি মাত্র, যা সে আপন মুখে বলছে (১৫৮)। এবং তাদের সম্মুখে একটা বাধা রয়েছে (১৫৯) ঐ দিন পর্যন্ত যে দিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾

১০১. অতঃপর যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে (১৬০), তখন না তাদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে (১৬১) এবং না একে অপরের কথা জিজ্ঞাসা করবে (১৬২)।

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾

১০২. সুতরাং যাদের পাল্লা (১৬৩) ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে (১৬৪) তারাই হচ্ছে ঐসব লোক, যারা আপন প্রাণসমূহকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, সর্বদা দোযখেই অবস্থান করবে।

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾

১০৪. লেলিহান আগুন তাদের মুখমণ্ডলকে বিদগ্ধ করবে আর তারা তাতে বীভৎস চেহারায় থাকবে (১৬৫)।

টীকা-১৫৫. অর্থাৎ কাফির আপন মৃত্যুকাল পর্যন্ত তো কুফর, অবাধ্যতা, আল্লাহ্ ও রসূলকে অস্বীকার করা এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়াকে অস্বীকার করার উপর একগুঁয়েমী অবলম্বন করে। যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়; আর তাকে জাহান্নামের মধ্যে তার জন্য যেই নির্দ্ধারিত স্থান রয়েছে তা দেখানো হয় এবং জান্নাতের মধ্যেকার স্থানও দেখানো হয়, যা ঈমান আনলে তাকে দেয়া হতো।

টীকা-১৫৬. পৃথিবীর প্রতি।

টীকা-১৫৭. এবং সৎকর্মসমূহ পালন করে স্বীয় ভুল-ত্রুটির প্রতিকার করবো। এর জবাবে তাকে বলা হবে–

টীকা-১৫৮. দুঃখ ও অনুশোচনা দ্বারা এটার প্রতিকার হবার নয় এবং সেটা দ্বারা কোন লাভও নেই।

টীকা-১৫৯. যা তাদের দুনিয়ার প্রতি প্রত্যাবর্তন করার পথে বাধা এবং তা হচ্ছে 'মৃত্যু'। (খাযিন)

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, 'বরযখ'– 'মৃত্যুকাল থেকে পুনরুত্থিত হবার সময় পর্যন্ত সময়সীমা'কে বলা হয়।

টীকা-১৬০. প্রথমবার, যাকে 'প্রথম ফুৎকার' বলা হয়; যেমন– হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-১৬১. যে গুলোর উপর পৃথিবীতে গৌরব করতো। আর পরস্পরের বংশীয় সম্পর্কসমূহ ছিন্ন হয়ে যাবে এবং আত্মীয়তার ভালবাসা অবশিষ্ট থাকবে না। আর এ অবস্থা হবে যে, মানুষ আপন ভাই, মাতা-পিতা, স্ত্রী ও পুত্রের নিকট থেকে পলায়ন করবে।

টীকা-১৬২. যেমনিভাবে, পৃথিবীতে জিজ্ঞাসা করতো। কেননা, প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থায় লিপ্ত থাকবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুৎকার করা হবে; হিসাব-নিকাশের পরেই মানুষ একে অপরের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবে।

টীকা-১৬৩. সৎ কর্ম ও সাওয়াবসমূহ দ্বারা

টীকা-১৬৪. সৎকর্ম না থাকার কারণে; এবং তারা হচ্ছে কাফির

টীকা-১৬৫. তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত, আগুন তাদেরকে ভুনে ফেলবে এবং উপরিভাগের ওষ্ঠ কুঞ্চিত হয়ে মাথার অর্দ্ধাংশ পর্যন্ত পৌঁছবে। আর

নিম্নভাগের ওষ্ঠ নাভী পর্যন্ত নেমে ঝুলতে থাকবে। দাঁতগুলো খোলা অবস্থায় থাকবে (আল্লাহ্‌রই আশ্রয়!) আর তাদেরকে বলা হবে–

টীকা-১৬৬. পৃথিবীতে?

টীকা-১৬৭. তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত, দোযখবাসীগণ জাহান্নামের দারোগা 'মালিক'-কে চল্লিশ বছর পর্যন্ত ডাকতে থাকবে এরপর সে বলবে, 'তোমরা জাহান্নামের মধ্যেই পড়ে থাকবে। অতঃপর তারা প্রতিপালককে আহ্বান করবে আর বলবে, ''হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দোযখ থেকে বের করে নাও।" আর এ আহ্বান তাদের পৃথিবীর বয়সের (স্থায়িত্বকাল) দ্বিগুণ সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এরপর তাদেরকে ঐ জবাব দেয়া হবে, যা পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে। (খাযিন)

আর পৃথিবীর জীবন (স্থায়িত্বকাল) কতটুকু সে সম্পর্কে কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ কেউ কেউ বলেন– পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর। কেউ কেউ বলেন– বারো হাজার বছর। কা'রো কারো মতে, তিন লক্ষ ষাট বছর। আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাপেক্ষা অধিক জানেন। (তায্‌কিরাহ্-ই-ক্বোরতবী)

টীকা-১৬৮. তখন তাদের আশা-আকাংখাসমূহ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর এটা জাহান্নামবাসীদের শেষ উক্তি হবে। এরপর আবার কোন কথা বলা তাদের ভাগ্যে জুটবে না। কান্নাকাটি, চিৎকার ও আর্তনাদই করতে থাকবে।

টীকা-১৬৯. শানে নুযূলঃ এ আয়াতগুলো ক্বোরাঈশ বংশীয় কাফিরদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। যারা হযরত বিলাল, হযরত 'আম্মার, হযরত সোহায়ব এবং হযরত খোব্বা প্রমূখ– আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের গরীব সাহাবীগণ, রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুমকে নিয়ে হাস্য-ঠাট্টা করতো।

টীকা-১৭০. অর্থাৎ তাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টায় এতই মশগুল হয়েছে যে,

টীকা-১৭১. আল্লাহ্ তা'আলা, কাফিরদেরকে-

টীকা-১৭২. অর্থাৎ দুনিয়ায় এবং কবরে,

টীকা-১৭৩. এ জবাবটা এ কারণেই দেবে যে, ঐ দিনের আতঙ্ক এবং শাস্তির ভয়ের কারণে তারা স্বীয় পার্থিব জীবনের সময়টুকুর পরিমাণ পর্যন্ত ভুলে যাবে এবং তারা সন্দিহান হয়ে পড়বে। এ কারণেই বলবে–

টীকা-১৭৪. অর্থাৎ ঐ ফিরিশ্‌তাদেরকে, যাদেরকে আপনি বান্দাদের বয়সসমূহ এবং তাদের কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োগ করছেন। এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা

১০৫. তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো না (১৬৬)? অতঃপর তোমরা সেগুলোকে অস্বীকার করতে।

أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৬. তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর আমাদের দুর্ভাগ্য প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো এবং আমরা পথভ্রষ্ট লোক ছিলাম।

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾

১০৭. হে আমার প্রতিপালক! আমাদেরকে দোযখ থেকে বের করে দিন, অতঃপর যদি আমরা অনুরূপ করি তবে আমরা অবশ্যই যালিম (১৬৭)।'

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾

১০৮. প্রতিপালক বলবেন, 'এর মধ্যে তোমরা হীন অবস্থায় পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কোন কথা বলবে না (১৬৮)।'

قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾

১০৯. নিশ্চয় আমার বান্দাদের মধ্যে একটা দল বলতো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের উপর দয়া করো। আর তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক দয়ালু।'

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾

১১০. 'অতঃপর তোমরা তাদেরকে হাস্যস্পদ করে নিয়েছো (১৬৯), শেষ পর্যন্ত তাদেরকে হাস্যস্পদ করার ব্যস্ততার মধ্যে (১৭০) আমার স্মরণকেও ভুলে গিয়েছো; এবং তোমরা তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে।'

فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾

১১১. 'নিশ্চয় আজ আমি তাদেরকে তাদের ধৈর্যের এ পুরস্কারই দিলাম যে তারাই হচ্ছে সফলকাম।'

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾

১১২. বললেন (১৭১), 'তোমরা পৃথিবীতে কতকাল অবস্থান করেছো (১৭২) বছরসমূহের গণনায়?'

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾

১১৩. তারা বললো, 'আমরা একদিন অবস্থান করেছি অথবা দিনের কিছু অংশ (১৭৩)। সুতরাং আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন (১৭৪)।'

قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ ﴿١١٣﴾

টীকা-১৭৫. আখিরাতের তুলনায়,

টীকা-১৭৬. এবং আখিরাতে প্রতিদানের জন্য পুনরুত্থিত হতে হবেনা? বরং তোমাদেরকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ তোমাদের উপর ইবাদত করা অপরিহার্য করবো এবং আখিরাতে তোমরা আমার প্রতি ফিরে আসবে। তখন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল প্রদান করবো।

قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪. বললেন, 'তোমরা অবস্থান করোনি, কিন্তু অল্পকাল (১৭৫), যদি তোমাদের জ্ঞান থাকতো।'

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿١١٥﴾

১১৫. তবে তোমরা কি একথা মনে করছো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে না (১৭৬)?

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١٦﴾

১১৬. সুতরাং বহু উচ্চ মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ্, প্রকৃত বাদশাহ্। কোন মা'বূদ নেই তিনি ব্যতীত– সম্মানিত আরশের অধিপতি।

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৭. এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন খোদার উপাসনা করে, যে বিষয়ে তার নিকট কোন সনদ নেই (১৭৭), তবে তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। নিঃসন্দেহে, কাফিরদের কোন রেহাই নেই।

وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٨﴾

১১৮. এবং আপনি আরয করুন, 'হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করো (১৭৮) ও দয়া করো এবং তুমি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ালু।' ★

সূরা নূর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা নূর মাদানী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৬৪ রুকূ'-৯

রুকূ' – এক

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿١﴾

১. এটা একটা সূরা, যা আমি অবতীর্ণ করেছি এবং আমি সেটার বিধানকে অবশ্যই পালনীয় করেছি (২); এবং আমি তাতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা মনোযোগ দাও।

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

২. যেই নারী ব্যভিচারিণী হয় এবং যে পুরুষ, তবে তাদের প্রত্যেককে একশ কশাঘাত করো (৩)

টীকা-১৭৭. অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা নিছক বাতিল ও সনদহীন।

টীকা-১৭৮. ঈমানদারদেরকে ★

* * * * * * *

টীকা-১. 'সূরা নূর' মাদানী। এ'তে নয়টি রুকূ' এবং চৌষট্টিটি আয়াত রয়েছে।

টীকা-২. এবং সেগুলো পালন করা বান্দাদের উপর অপরিহার্য করেছি;

টীকা-৩. এ সম্বোধনটা শরীয়তের হুকুম-দাতাদেরকে করা হয়েছে যে, যেই পুরুষ কিংবা নারী দ্বারা যিনা (ব্যভিচার) সম্পন্ন হয়েছে তার শাস্তি এ যে, 'তাকে একশ কশাঘাত করো।' এ শাস্তি অবিবাহিত আযাদের। কেননা, বিবাহিত আযাদ ব্যক্তির শাস্তি এ যে, তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। যেমন, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, মা-'ইযকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়েছিলো।

مُحْصِنْ (মুহসিন) ঐ স্বাধীন মুসলমানকে বলা হয়, যার উপর শরীয়তের বিধি-নিষেধবার্তায় এবং বিশুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে–চাই একবার হোক। এমন ব্যক্তি দ্বারা যিনা সম্পন্ন হলে তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা (رجم) হবে। আর যদি এ গুলোর মধ্যে একটাও পাওয়া না যায়, যেমন– আযাদ না হয়, অথবা মুসলমান নয় অথবা বয়োপ্রাপ্ত বিবেকবান না হয় অথবা সে কখনো আপন বিবির সাথে সহবাস না করে থাকে অথবা যার সাথে সহবাস করেছে তার সাথে সম্পাদিত বিয়ে বিশুদ্ধ না হয়, তবে এসব অবস্থায় সে مُحْصِنْ (মুহসিন) বলে গণ্য হবে না। এমন সব ব্যভিচারী লোকের শাস্তির বিধান হচ্ছে– 'কশাঘাত করা' (চাবুক মারা)।

মাস্‌আলাঃ পুরুষকে কশাঘাত করার সময় তাকে দণ্ডায়মান করানো হবে এবং লুঙ্গী ব্যতীত তার পরিধানের সমস্ত কাপড় খুলে ফেলা হবে। আর তার সমগ্র শরীরেই কশাঘাত করা হবে, মাথা, চেহারা ও লজ্জাস্থান ব্যতীত। কশাঘাতও এভাবে করা হবে যেন ব্যথা-বেদনা মাংস পর্যন্ত পৌঁছে না যায় এবং 'কশা' (চাবুক)ও মাঝারি ধরণের হবে।

★ 'সূরা মু'মিনূন' সমাপ্ত।

আর নারীকে কশাঘাত করার সময় দণ্ডায়মান করানো যাবেনা। তার কাপড়ও খোলা হবে না। অবশ্য যদি চর্ম-নির্মিত কিংবা তূলা বিশিষ্ট পোষাক পরিহিতা হয়ে থাকে তবে তা খুলে ফেলা হবে। এ শাস্তির বিধান আযাদ পুরুষ ও আযাদ নারীর জন্য।

আর বাঁদী ও গোলামের শাস্তি এর অর্ধেক পরিমাণ। অর্থাৎ পঞ্চাশটি কশাঘাত। যেমন 'সূরা নিসা'র মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

'যিনা' (زنا) প্রমাণিত হবার বিবরণ

তা হয়ত চারজন পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় অথবা যিনাকারী চার বার স্বীকার করলে; তবুও 'ইমাম' (বিচারক) পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করবেন ও জিজ্ঞাসা করবেন যে, 'যিনা' বলে কি বুঝাতে চাচ্ছে, কোথায় করেছে, কার সাথে করেছে এবং কখন করেছে। যদি এসব ক'টিই বর্ণনা করে দেয়, তবে যিনা প্রমাণিত হবে; নতুবা হবেনা। আর সাক্ষীগণকে সুস্পষ্ট ভাষায় চাক্ষুষ ঘটনার বিবরণ দিতে হবে। এতদ্ব্যতীত তা প্রমাণিত হবেনা।

পায়ু সঙ্গম (لواطت) (যেমন– পুরুষে-পুরুষে বলাৎকারী করা)

এটা 'যিনা'র অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণে এ অপকর্মের জন্য 'নির্দ্ধারিত শাস্তি' (حد) ওয়াজিব বা অপরিহার্যভাবে প্রযোজ্য নয়; কিন্তু 'তা'যীর' (تعزير) ★ অপরিহার্য (واجب)। আর এ বলাৎকারীর শাস্তির প্রকৃতি সম্পর্কে সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুম)-এর কতিপর অভিমত বর্ণিত আছে– আগুনে জ্বালিয়ে ফেলা, পানিতে ডুবিয়ে মারা, উঁচু স্থান থেকে ফেলে দেয়া, পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা। এতে 'কর্তা' ও 'কর্ম' উভয়ের জন্য একই শাস্তি। (তাফসীর-ই-আহমদী)

وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾

এবং তোমাদের যেন তাদের প্রতি দয়া না আসে আল্লাহ্‌র দ্বীনে (৪) যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর, এবং উচিত যে, তাদের শাস্তির সময় মুসলমানদের একটা দল উপস্থিত থাকবে (৫)।

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۚ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾

৩. ব্যভিচারী পুরুষ বিবাহ করবে না, কিন্তু ব্যভিচারিণীকে অথবা অংশীবাদীনীকে এবং ব্যভিচারিণকে বিবাহ করবে না, কিন্তু ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক (৬); এবং এ কাজ (৭) ঈমানদারদের উপর হারাম (৮)।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤﴾

৪. এবং যারা পূতাত্মা রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করবে, অতঃপর চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী উপস্থিত করবেনা, তবে তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করো এবং তাদের কোন সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করোনা (৯) এবং তারা ফাসিক্বই;

টীকা-৪. অর্থাৎ 'নির্দ্ধারিত শাস্তিসমূহ' (حدود) পুরোপুরিভাবে কার্যকর করো, ঘাটতি করবে না এবং দ্বীনের উপর অটল ও অবিচলিত থাকো।

টীকা-৫. যাতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

টীকা-৬. কেননা, অপবিত্রের ঝোঁক অপবিত্রের প্রতি হয়ে থাকে। সৎলোকদের আসক্তি চরিত্রহীনদের প্রতি কখনো হয়না।

শানে নুযূলঃ মুহাজিরদের মধ্যে কিছুলোক একেবারে গরীব ছিলেন। না তাঁদের নিকট কোন সম্পদ ছিলো, না কোন প্রিয়জন ও আত্মীয়স্বজন ছিলো। আর অসতী অংশীবাদীনী নারীগণ ধনবতী ও ঐশ্বর্যশালী ছিলো। এটা দেখে কোন কোন মুহাজির মনে মনে ভাবলেন যে, যদি তাদের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়া যায়, তাহলে তাদের সম্পদ কাজে আসবে। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে তাঁরা এর অনুমতি চাইলেন। এর জবাবে এ আয়াতে শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাঁদেরকে তা থেকে বিরত রাখা হয়েছে।

টীকা-৭. অর্থাৎ ব্যভিচারীদের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়া

টীকা-৮. ইসলামের প্রাথমিক যুগে ব্যভিচারিনীকে বিবাহ করা হারাম ছিলো। অতঃপর আয়াত وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ দ্বারা তা রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-৯. এ আয়াত থেকে কতিপর মাসআলা প্রমাণিত হয়ঃ

মাসআলাঃ কোন পুরুষ যদি কোন পূতপবিত্র পুরুষ কিংবা রমণীর বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ আরোপ করে এবং এ কথার উপর চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তবে তার উপর 'নির্দ্ধারিত শাস্তি' অপরিহার্য হয়ে যায়। এ শাস্তি হচ্ছে আশিটি কশাঘাত।

আয়াতের মধ্যে مُحْصَنٰت (সাধ্বী রমণীগণ) শব্দটা বিশেষ ঘটনার কারণেই উল্লেখ করা হয়েছে অথবা এ জন্য যে, রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপের ঘটনাই 'অধিক' সংঘটিত হয়।

★ 'তা'যীর' (تعزير) ঃ 'শরীয়তের নির্দ্ধারিত শাস্তি' (حد) অপেক্ষা কম পর্যায়ের শাস্তি, যা বিচারকই সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও নিজ ক্ষমতার বিবেচনায় প্রশাসনিক তাগীদে নির্দ্ধারণ করবেন।

মাস্আলাঃ এমন লোক, যে যিনার অপবাদের কারণে সাজা প্রাপ্ত হয়েছে এবং তার উপর 'নির্দ্ধারিত শাস্তি'ও কার্যকর করা হয়েছে সেই ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদানে অনুপযোগী (مردود الشهادة) হয়ে যায়। এমন লোকের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করা হয়না।

পূতাত্মা (پارسا) হচ্ছে ঐসব লোক, যারা মুসলমান, শরীয়তের বিধি-নিষেধ বার্তায় এমন, আযাদ এবং যিনা থেকে পবিত্র হয়।

মাস্আলাঃ যিনার সাক্ষীর নির্দ্ধারিত সংখ্যা হচ্ছে– চার জন।

মাস্আলাঃ 'অপবাদের শাস্তি' (حد قذف) কার্যকর করার পূর্বশর্ত হচ্ছে 'শাস্তি দা'বী করা'। যার উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তার পক্ষ থেকে বিচার প্রার্থনার উপর অপবাদের শাস্তির ব্যবস্থা নির্ভরশীল। সে যদি শাস্তি দা'বী না করে, তবে শাস্তি কার্যকর করা বিচারকের জন্য অপরিহার্য নয়।

মাস্আলাঃ শাস্তির দা'বী সেই করতে পারবে যার উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে; যদি সে জীবিত হয়। যদি সে মৃত্যুবরণ করে, তবে তার পুত্র এবং পৌত্রও তা দা'বী করতে পারে।

মাস্আলাঃ ক্রীতদাস তার মুনিবের বিরুদ্ধে এবং পুত্র তার পিতা ও মাতার বিরুদ্ধে যিনার অপবাদের অভিযোগ আনতে পারবে না।

মাস্আলাঃ 'অপবাদ'-এর শব্দাবলী হচ্ছে এই-'সে (অপবাদ আরোপকারী) সুস্পষ্ট ভাষায় কাউকেও ব্যভিচারী বলবে অথবা এরূপ বলবে– "তুমি তোমার পিতার সন্তান নও।" অথবা তার পিতার নাম নিয়ে বলবে, "তুমি অমুকের সন্তান নও।" অথবা তাকে 'ব্যভিচারিণীর পুত্র' বলে ডাকবে; অথচ তার মাতা হচ্ছে সতী সাধ্বী, তখন এমন ব্যক্তি– 'অপবাদ আরোপকারী' হয়ে যাবে এবং তার উপর 'হদ্দ' বা 'নির্দ্ধারিত শাস্তি' অবধারিত হবে।

মাস্আলাঃ ' مُحْصِن ' (মুহসিন) নয় এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি যিনার অপবাদ আরোপ করা হয়, যেমন– কোন ক্রীতদাস অথবা কাফিরের বিরুদ্ধে অথবা এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যার দ্বারা কখনো যিনা সম্পাদিত হওয়া প্রমাণিত হয়েছে, তবে তার (অপবাদ আরোপকারী) উপর অপবাদের 'শাস্তি' (حد) কার্যকর করা হবেনা; বরং তার উপর 'তা'যীর (تعزير) অপরিহার্য হবে। আর ঐ 'শাস্তি' (تعزير) হচ্ছে– তিন থেকে উনচল্লিশটা পর্যন্ত, বিচারকের ফয়সালা অনুযায়ী, কশাঘাত করা।

অনুরূপভাবে, যদি কোন ব্যক্তি যিনা ব্যতীত অন্য কোন পাপ কাজের অপবাদ আরোপ করে এবং পূতাত্মা মুসলমানকে 'হে কাফির', 'হে ফাসিক' (কবীরাহ্ গুনাহ্কারী), 'হে দুশ্চরিত্র', 'হে চোর', 'হে পাপী' 'হে নারী সুলভ আচরপকারী', 'হে অধার্মিক', হে পায়ু মৈথুনকারী', 'হে যান্দীক্ব' (ক্বোরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশের অপব্যাখ্যাকারী), 'হে দা'ইয়ূস' (নিজ স্ত্রী-কন্যাকে বেপর্দা চলার ও শরীয়তের পরিপন্থী কাজ করার সুযোগদাতা), 'হে মদ্যপায়ী', 'হে সুদখোর', 'হে পাপাচারিণীর সন্তান', 'হে হারামযাদা'– এ ধরণের শব্দাবলী দ্বারা আখ্যায়িত করে তখন তার উপর تعزير (তা'যীর)-এর শাস্তি কার্যকর করা ওয়াজিব (অপরিহার্য) হবে।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٥

৫. কিন্তু যারা এরপরে তাওবা করে নেয় এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় (১০), তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝٦

৬. এবং ঐসব লোক, যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ দেয় (১১), এবং তাদের নিকট নিজেদের বর্ণনা ছাড়া অন্য কোন সাক্ষী থাকেনা, তবে দের মধ্যে) এমন কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য এ হবে যে, সে চারবার সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ্‌র নামে এ মর্মে যে, সে সত্যবাদী (১২)।

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝٧

৭. এবং পঞ্চমবারে এ কথা (বলবে) যে, আল্লাহ্‌র লা'নত হোক তার উপর যদি সে মিথ্যাবাদী হয়।

মাস্আলাঃ 'ইমাম' অর্থাৎ শরীয়তের বিচারক এবং ঐ ব্যক্তি যার উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে– (অপবাদ) প্রমাণিত হবার পূর্বে (অপবাদ আরোপকারীকে) ক্ষমা করার অধিকার রাখেন।

মাস্আলাঃ যদি অপবাদ আরোপকারী আযাদ না হয়; বরং ক্রীতদাস হয়, তখন তাকে চল্লিশটি কশাঘাত করা হবে।

মাস্আলাঃ অপবাদ আরোপ করার অপরাধে যাকে শরীয়ত-নির্দ্ধারিত শাস্তি দেয়া হয়েছে তার সাক্ষ্য কোন মামলায় গ্রহণযোগ্য নয়; যদিও সে তাওবা করে নেয়। কিন্তু রমযান শরীফের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে, তাওবাকারী ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার অবস্থায় তার উক্তি গ্রহণ করা হবে। কেননা, এটা বাস্তবিক পক্ষে সাক্ষ্য নয়। এ কারণে, এ ক্ষেত্রে 'সাক্ষ্য' শব্দটা উচ্চারণ করা এবং সাক্ষ্যের 'নিসাব' (সাক্ষ্যদাতাদের নির্দ্ধারিত সংখ্যায় উপস্থিতি) আবশ্যক নয়।

টীকা-১০. আপন অবস্থাদি ও কার্যাদি সংশোধন করে নেয়,

টীকা-১১. যিনার

টীকা-১২. স্ত্রীর উপর যিনার অপবাদ আরোপ করার ক্ষেত্রে।

টীকা-১৩. তার উপর যিনার অপবাদ আরোপ করার ক্ষেত্রে।

টীকা-১৪. এটাকে ' لعان ' (লি'আন) বলা হয়। (নির্দ্ধারিত নিয়মে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে লা'নত করা)

মাসআলাঃ যখন স্বামী তার স্ত্রীর উপর যিনার অপবাদ আরোপ করে, তখন যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে সাক্ষ্য দানের উপযুক্ততাসম্পন্ন হয়, আর স্ত্রীও যদি স্বামীর শাস্তি দাবী করে,তখন স্বামীর উপর 'লি'আন' অপরিহার্য হয়ে যায়। যদি সে 'লি'আন' করতে অস্বীকার করে, তবে তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আটক রাখা হবে যতক্ষণ না সে 'লি'আন' করে কিংবা আপন মিথ্যাবাদিতার কথা স্বীকার করে। যদি মিথ্যাবাদিতার কথা স্বীকার করে, তবে তাকে অপবাদের ঐ নির্দ্ধারিত শাস্তি (حدّ قذف) দেয়া হবে, যার বিবরণ পূর্বে দেয়া হয়েছে। আর যদি 'লি'আন' করতে চায় তবে তা এভাবে করবেঃ

তাকে চার বার আল্লাহ্র নামে শপথ সহকারে বলতে হবে যে, সে তার ঐ স্ত্রীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে সত্যবাদী। আর পঞ্চম বারে বলতে হবে, ''আল্লাহ্র লা'নত হোক আমার উপর যদি আমি এ অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী হই।" এতটুকু করার পর স্বামীর উপর থেকে 'অপবাদ'-এর শাস্তি মওকূফ হয়ে যাবে। তখন স্ত্রীর উপর 'লি'আন' করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি সে তা করতে অস্বীকার করে, তবে তাকে বন্দী করা হবে যতক্ষণ না সে 'লি'আন' করতে সম্মত হয় অথবা স্বামীর আরোপকৃত অপবাদ সত্য বলে স্বীকার করে নেয়। যদি তা সত্য বলে স্বীকার করে, তবে স্ত্রীকে 'যিনার নির্দ্ধারিত শাস্তি (حدّ زنا) প্রদান করা হবে। আর যদি 'লি'আন' করতে চায় তবে তাকে চার বার আল্লাহ্র নামে শপথ সহকারে বলতে হবে যে, 'স্বামী তার উপর যিনার অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী।' আর পঞ্চম বারে এ'কথা বলতে হবে, "যদি স্বামী তার প্রতি অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে সত্যবাদী হয়, তবে আমার উপর আল্লাহ্র গযব (ক্রোধ) আপতিত হোক।" এতটুকু বলার পর স্ত্রীর উপর থেকে 'যিনার শাস্তি' মওকূফ হয়ে যাবে।

আর 'লি'আন'-এর পর কাযীর (বিচারক) পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ ঘটানোর নির্দেশ সহকারে সাথে তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ সংঘটিত হবে; এটা ব্যতীত হবেনা। আর উক্ত বিচ্ছেদ 'তালাক্-ই-বা-ইন' বলে বিবেচিত হবে।

৮. এবং স্ত্রীর শাস্তি এভাবে রহিত হবে যে, সে আল্লাহ্র নাম নিয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, পুরুষ (তার স্বামী) মিথ্যাবাদী (১৩)।

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿۸﴾

৯. এবং পঞ্চমবারে এ কথা (বলবে) যে, তার (স্ত্রী) উপর আল্লাহ্র গযব হোক, যদি পুরুষ সত্যবাদী হয় (১৪)!'

وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۹﴾

১০. এবং যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া তোমাদের উপর না হতো। এবং এও যে, আল্লাহ্ হন তাওবাগ্রহণকারী, প্রজ্ঞাময়, তাহলে, তোমাদের রহস্য ফাঁস করে দিতেন।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۰﴾

রুকু' - দুই

১১. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা এ 'বড় অপবাদ' নিয়ে এসেছে তারা তোমাদেরই মধ্যেকার একটা দল (১৫); সেটাকে নিজেদের জন্য অনিষ্টকর

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۭ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ۭ

আর যদি স্বামী সাক্ষ্য দানের যোগ্যতাসম্পন্ন না হয়; যেমন– ক্রীতদাস হয়, অথবা কাফির হয় অথবা যিনার অপবাদ আরোপের কারণে সাজাপ্রাপ্ত হয়, তবে 'লি'আন' হবেনা। আর অপবাদ আরোপের কারণে স্বামীর উপর অপবাদ-এর শাস্তি কার্যকর করা হবে।

আর যদি স্বামী সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা সম্পন্ন হয়, কিন্তু স্ত্রীর মধ্যে উক্ত যোগ্যতা না থাকে, এভাবে যে, সে যদি ক্রীতদাসী হয়, অথবা কাফিরা হয় অথবা অপবাদ আরোপের কারণে সাজাপ্রাপ্তা হয়, কিংবা বয়োপ্রাপ্তা না হয় অথবা উন্মাদিনী হয় অথবা ব্যভিচারিণী হয়, তবে না স্বামীর উপর শাস্তি অবধারিত হবে, না 'লি'আন।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত একজন সাহাবীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, "যদি স্বামী তার স্ত্রীকে যিনায় লিপ্ত দেখে তবে সে কি করবে? তখন তো না সাক্ষী খোঁজ করার সুযোগ থাকে, না কোন সাক্ষ্য ছাড়া সে একথা প্রকাশ করতে পারে? কেননা, তাতে অপবাদের শাস্তির সম্ভাবনা থাকে।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর 'লি'আন'-এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

টীকা-১৫. 'বড় অপবাদ' দ্বারা 'হযরত উম্মুল মু'মিনীন (মু'মিনদের মা) আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্' রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া বুঝানো হয়েছে।

৫ম হিজরী সনে 'বনী মুস্তালাক্ব' যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় কাফেলা মদীনা শরীফের সন্নিকটে এক স্থানে অবতরণ করলেন। তখন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা শৌচকার্য সম্পাদনের জন্য কোন এক প্রান্তে তাশরীফ নিয়ে যান। সেখানে তাঁর হারটা ছিঁড়ে পড়ে গেলো। তিনি সেটা অনুসন্ধানের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন। এদিকে কাফেলা রওনা হয়ে গেলো। তাঁর পালকি শরীফটাও উটের পিঠে তুলে নিলেন। আর তাঁদের ধারণা ছিলো যে, উম্মুল মু'মিনীন সেই পালকির মধ্যেই রয়েছেন। কাফেলা চলে গেলো।

এ দিকে তিনি এসে কাফেলার পূর্ববর্তী স্থানে বসে পড়লেন। তাঁর ধারণা ছিলো, "আমার তালাশে কাফেলা অবশ্যই ফিরে আসবে।"

কাফেলার পেছনে তুলে ফেলে আসা মালপত্র কুড়িয়ে নেয়ার জন্য একজন সাহাবী নিয়োজিত থাকতেন। এ অভিযানে হযরত সাফ্ওয়ান (রাদিয়াল্লাহু আন্হু) এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি যখন সেখানে আসলেন এবং তাঁকে (হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্) দেখতে পেলেন, তখন তিনি উচ্চস্বরে বললেন, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেঊন।" হযরত সিদ্দীক্বাহ্ রাদিয়াল্লাহু আন্হা কাপড় দিয়ে নিজেকে পর্দার আড়ালে করলেন। হযরত সাফ্ওয়ান আপন উষ্ট্রীকে

বসালেন এবং তিনি (হযরত সিদ্দিক্বাহ্) সেটার পিঠে আরোহণ করে কাফেলার নিকট পৌছলেন। ★

কাল হৃদয় বিশিষ্ট মুনাফিকগণ তাদের খারাপ ধারণা প্রচার করলো এবং তাঁর সম্বন্ধে অপসমালোচনা আরম্ভ করলো। কোন কোন মুসলমানও তাদের ধোকার শিকার হলো। আর তাদের মুখেও কিছু কিছু অশোভন উক্তি উচ্চারিত হয়েছিলো।

উম্মুল মু'মিনীন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি অবহিত ছিলেন না তাঁর বিরুদ্ধে মুনাফিকগণ কি বকাবকি করছিলো। একদিন উম্মে মিস্তাহ্‌র মুখে তিনি এ সম্পর্কে অবহিত হলেন এবং এর ফলে তাঁর অসুস্থতা আরো বেড়ে গিয়েছিলো এবং এ দুঃখে তিনি এতই কান্নাকাটি করেছিলেন যে, তাঁর অশ্রু থামতোই না; এমন কি একটা মাত্র মুহূর্তের জন্য ও তাঁর চোখে ঘুম আসতোনা। এমতাবস্থায় বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী অবতীর্ণ হলো আর হযরত উম্মুল মু'মিনীনের পবিত্রতায় এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো এবং তাঁর আভিজাত্য ও উচ্চ মর্যাদাকে আল্লাহ্ তা'আলা এতই বৃদ্ধি করেছেন যে, ক্বোরআন করীমের বহু আয়াতে তাঁর পবিত্রতা ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিম্বর শরীফের উপর তাশরীফ রেখে আল্লাহ্‌র শপথ সহকারে এরশাদ করলেন, "আমার পরিবারের পবিত্রতা ও প্রশংসনীয় চরিত্রের কথা নিশ্চিতভাবে আমার জানা আছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে অপসমালোচনা করেছে তার পক্ষ থেকে আমার নিকট কে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারো?" হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরয করলেন, "মুনাফিকগণ নিশ্চিতভাবে মিথ্যাবাদী। উম্মুল মু'মিনীন নিশ্চিতভাবে পূতপবিত্র। আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শরীর মুবারককে মাছি বসা থেকে রক্ষা করেছেন; কারণ, তা অপবিত্র বস্তুর উপর বসে থাকে। সুতরাং এটা কিভাবে হতে পারে যে, তিনি আপনাকে খারাপ স্ত্রীর নৈকট্য থেকে রক্ষা করবেন না?" হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও এভাবে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করলেন। আর বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আপনার ছায়া ভূ-পৃষ্ঠের উপর পড়তে দেননি, যাতে উক্ত ছায়া শরীফের উপর কারো পায়ের ছাপ না পড়ে। সুতরাং যেই প্রতিপালক আপনার ছায়াকে সংরক্ষণ করেছেন, কিভাবে হতে পারে যে, তিনি আপনার পরিবারবর্গের সংরক্ষণ করবেন না?" হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, একটা মাত্র উকুনের রক্ত লাগার কারণে বিশ্ব প্রতিপালক আপনাকে পাদুকাদ্বয় খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। যেই প্রতিপালক আপনার পবিত্র পাদুকা শরীফদ্বয় এতটুকু ময়লাযুক্ত হওয়াকে পছন্দ করেন নি, কাজেই একথা কখনো সম্ভবপরই হতে পারেনা যে, তিনি আপনার পরিবারের অপবিত্রতাকে বরদাশ্‌ত করবেন।" এভাবে বহু সংখ্যক সাহাবী ও মহিলা সাহাবী বিভিন্নভাবে শপথ করেন ★★। আয়াত অবতীর্ণ হবার পূর্ব থেকেই হযরত উম্মুল মু'মিনীনের দিক থেকে মানুষের অন্তরসমূহ প্রশান্তই ছিলো। আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়ে তাঁর সম্মান ও আভিজাত্যকে আরো বৃদ্ধি করে দিলো। কাজেই অপসমালোচনাকারীদের সমালোচনা আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের নিকট ভিত্তিহীন এবং সমালোচকদের জন্য মহা বিপদই।

মনে করোনা; বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর (১৬)। তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ঐ পাপ রয়েছে, যা সে অর্জন করেছে (১৭); এবং তাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি, যে সর্বাপেক্ষা বড় অংশ নিয়েছে (প্রধান ভূমিকা পালন করেছে) (১৮)	بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ

(এমনকি, দু/একজন সরলমনা সাহাবী ছাড়া অন্যান্য সমস্ত সাহাবী ও মহিলা সাহাবীর মনও এক্ষেত্রে প্রশান্ত ছিলো।)

টীকা-১৬. যে, আল্লাহ্ তাবারাকা তা'আলা তোমাদেরকে এর উপর প্রতিদান দেবেন এবং হযরত উম্মুল মু'মিনীনের মর্যাদা ও তাঁর পবিত্রতা প্রকাশ করবেন। অতএব, এ পবিত্রতা ঘোষণা করে তিনি আঠারখানা আয়াত অবতীর্ণ করেন।

টীকা-১৭. অর্থাৎ তার কর্ম অনুসারে যেমন কেউ সমালোচনার ঝড় তুলেছে, কেউ অপবাদ রটনাকারীদেরকে মৌখিক সমর্থন দিয়েছে। কেউ হেসে উঠেছে, কেউ কেউ আবার নীরবে শুনে যাচ্ছিলো যে যতটুকু করেছে সে তার পরিণাম ভোগ করবে।

টীকা-১৮. যে, মনগড়াভাবে এ অপবাদের ঝড় রচনা করেছে এবং সেটাকে প্রচার করে বেড়াতে থাকে। বস্তুতঃ সে ছিলো আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে

★ হযরত সাফ্‌ওয়ান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পদব্রজে উষ্ট্রীর লাগাম টানছিলেন।

★★ তাছাড়া, হযরত উসামা বিন যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "এয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার পরিবারের মধ্যে শুধু উত্তম চরিত্রই জানি। এর বিপরীত কিছুই আমার জানা নেই। এ সবই মিথ্যা ও অপবাদ।"

হযরত বোরায়রাহ্, হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার আযাদকৃত দাসী) বললেন, "আল্লাহ্‌রই শপথ! আমি হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)-এর মধ্যে কোন অপছন্দনীয় কার্যকলাপ দেখিনি। অবশ্য, তিনি অল্প বয়স্কা মেয়ে। অমনোযোগীতাবশতঃ কখনো শুয়ে পড়তেন। এদিকে মেষ ছাগল এসে তৈরীকৃত আটার খামীর খেয়ে ফেলতো মাত্র। (এটা বোখারী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে।)

হযরত যয়নব বিনতে জাহ্‌শ্, উম্মুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার নিকট রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি আপন কান ও চোখকে এ থেকে বাঁচাতে চাই যে, না দেখে ও না শুনে কোন কথা দেখা বা শুনার দিকে সম্পৃক্ত করবো! আল্লাহ্‌রই শপথ! আমি আয়েশার মধ্যে সদ্‌গুণ ছাড়া অন্য কিছুই জানিনা।" (হযরত আয়েশা বলেন,) অথচ যয়নব সৌন্দর্য ও মর্যাদায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার সমতুল্য ছিলেন; কিন্তু খোদা-ভীরুতাই তাঁকে কোন মিথ্যাবাদ কিংবা অপবাদ থেকে বিরত রেখেছে।

হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী এবং অন্যান্য সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) বলেন, 'সুব্‌হানাকা হাযা বোহ্‌তানুন্ আযীম' অর্থাৎ 'হে খোদা! তোমারই পবিত্রতা ও মহিমা! এটা তো মহা অপবাদ মাত্র।" (আসাহস্ সিয়র)

আবী সুলুল মুনাফিক্ব।

টীকা-১৯. পরকালে। বর্ণিত আছে যে, এ অপবাদ রটনাকারীদেরকে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেককে আশিটা করে কশাঘাত করা হলো।

টীকা-২০. কেননা, মুসলমানদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয় যেন তাঁরা অপর মুসলমান সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে এবং খারাপ ধারণা করা নিষিদ্ধ। কোন কোন ভয়শূন্য পথভ্রষ্ট এ কথা বলে বেড়ালো যে, "বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মনেও নাকি, আল্লাহ্র আশ্রয়! এ ব্যাপারে বিরূপ ধারণা জন্মেছিলো।" এ কথা যারা বলে তারা মিথ্যা রটনাকারী ও জঘন্য মিথ্যাবাদী। তারা রসূল পাকের (দঃ) শানে এমন উক্তি করে, যা মু'মিনগণ সম্পর্কেও শোভা পায়না। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের উদ্দেশ্যে এরশাদ করেছেন, "তোমরা কেন ভালো ধারণা করলেনা?" সুতরাং এ কথা কিভাবে সম্ভব ছিলো যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিরূপ ধারণা করেছিলেন? বস্তুতঃ হুযূর (দঃ)-এর শানে বিরূপ ধারণা করার মন্তব্য মুখে উচ্চারণ করাও বড় কালো-হৃদয়বিশিষ্ট হবারই নামান্তর-বিশেষ করে, এমন অবস্থায় যখন বোখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, হুযূর (দঃ) আল্লাহ্র শপথ করে বলেছিলেন, "আমি জানি আমার পরিবারবর্গ পবিত্র।" যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑪

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ⑫

لَّوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ⑬

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑭

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ⑮

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ⑯

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ⑰

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑱

তার জন্য মহা শাস্তি রয়েছে (১৯)।

১২. কেন এমন হয়নি যখন তোমরা সেটা শুনেছিলে- মুসলমান পুরুষগণ এবং মুসলমান নারীগণ নিজেদের (লোকদের) বিষয়ে ভালো ধারণা করতো (২০)! এবং বলতো, 'এতো সুস্পষ্ট অপবাদ (২১)!'

১৩. এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী কেন উপস্থিত করেনি? সুতরাং যখন সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন তারাই আল্লাহ্র নিকট মিথ্যাবাদী।

১৪. এবং যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া তোমাদের উপর দুনিয়া ও আখিরাতে না থাকতো (২২), তাহলে যেই চর্চায় তোমরা লিপ্ত হয়েছো তজ্জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করতো;

১৫. যখন তোমরা এমন কথা নিজেদের মুখে একে অপরের নিকট শুনে নিয়ে আসছিলে এবং নিজেদের মুখ থেকে তা-ই বের করছিলে যে সম্পর্কে তোমাদের আদৌ জ্ঞান নেই এবং সেটা সহজ (তুচ্ছ) মনে করছিলে (২৩); অথচ সেটা আল্লাহ্র নিকট বড় কথা (২৪)।

১৬. এবং কেন এমন হলো না যখন তোমরা শ্রবণ করেছিলে তখন একথা বলতে, 'আমাদের জন্য শোভা পায়না এমন কথা বলা (২৫)। হে আল্লাহ্! তোমারই পবিত্রতা (২৬)! এটাতো গুরুতর অপবাদ!'

১৭. আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, তবে কখনো তোমরা এরূপ বলোনা যদি তোমরা ঈমান রাখো।

১৮. এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

মাস্আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, মুসলমান সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা অবৈধ। আর যখন কোন সৎ লোকের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয় তখন কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে মুসলমানদের জন্য তার সাথে ঐকমত্য ঘোষণা করা ও সেটা সত্য বলে মেনে নেয়া বৈধ নয়।

টীকা-২১. একেবারে ডাহা মিথ্যা ও অবাস্তব।

টীকা-২২. এবং তোমাদের উপর অনুগ্রহ ও দয়া না হতো। এতে তাওবা করার জন্য অবকাশ প্রদানও শামিল রয়েছে এবং আখিরাতে ক্ষমা করাও।

টীকা-২৩. এবং মনে করতে যে, এতে মহা পাপ হবেনা;

টীকা-২৪. মহা অপরাধ।

টীকা-২৫. এটা আমাদের জন্য বৈধ নয়। কেননা, এমন হতেই পারেনা।

টীকা-২৬. এ থেকে যে, তোমার নবীর পরিবারবর্গকে পাপাচারের অপবিত্রতা স্পর্শ করবে!

মাস্আলাঃ এটা সম্ভবই নয় যে, কোন নবীর বিবি পাপাচারিণী হতে পারে; যদিও সে (নবীর স্ত্রী) কুফরে লিপ্ত হওয়া সম্ভব। কেননা, নবীগণ কাফিরদের প্রতিই প্রেরিত হন।

সুতরাং একথা অনিবার্য যে, যে বস্তু কাফিরদের নিকটও ঘৃণ্য হয়, তা থেকে সেও পবিত্র হয়। আর একথাই সুস্পষ্ট যে, স্ত্রী পাপাচারিণী হওয়া তাদের নিকটও ঘৃণার যোগ্য। (তাফসীর-ই-কবীর ইত্যাদি)

টীকা-২৭. অর্থাৎ এ পৃথিবীতে। আর তা হচ্ছে নির্দ্ধারিত শাস্তির বিধান কার্যকর করা। সুতরাং ইবনে উবাই, হাস্‌সান এবং মিস্‌তাহ্‌কে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিলো। (মাদারিক)

টীকা-২৮. দোযখ; যদি তাওবা ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করে।

টীকা-২৯. অন্তরসমূহের রহস্য ও গোপনীয় অবস্থাদি

টীকা-৩০. এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি তোমাদেরকে অবকাশ দিতো না।

১৯. ঐসব লোক, যারা চায় যে, মুসলমানদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার হোক, তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে– দুনিয়া (২৭) ও আখিরাতে (২৮) এবং আল্লাহ্ জানেন (২৯) এবং তোমরা জানোনা।

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ⑲

২০. এবং যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া তোমাদের প্রতি না থাকতো এবং এই যে, আল্লাহ্ হন তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু, তবে তোমরা সেটার কষ্ট সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করতে করতে (৩০)।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ⑳

রুকূ' – তিন

২১. হে ঈমানদারগণ! শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। এবং যে শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে, তবে সে তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজেরই কথা বলবে (৩১)। আর যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া তোমাদের প্রতি না থাকতো, তবে তোমাদের মধ্যে কেউই কখনো পবিত্র হতে পারতোনা (৩২)। হাঁ, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে দেন (৩৩) এবং আল্লাহ্ শুনেন, জানেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ㉑

২২. এবং তারা যেন শপথ না করে, যারা তোমাদের মধ্যে মর্যাদাবান (৩৪) ও সামর্থ্যবান (৩৫) আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারীদেরকে প্রদান না করার এবং তাদের উচিত যেন ক্ষমা করে দেয় এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি এ কথা পছন্দ করো না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু (৩৬)।

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ㉒

২৩. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা অপবাদ আরোপ করে সরলমনা (৩৭) সাধ্বী ঈমানদার নারীদের প্রতি (৩৮), তাদের উপর লা'নত রয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا

টীকা-৩১. তার প্ররোচনাসমূহের শিকার হয়োনা এবং অপবাদ আরোপকারীদের কথায় কান দিওনা।

টীকা-৩২. এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তাওবা ও সৎকাজের শক্তি না দিতেন ও ক্ষমা না করতেন।

টীকা-৩৩. তাওবা কবূল করে

টীকা-৩৪. ও মর্যাদাশীল ধর্মের মধ্যে

টীকা-৩৫. ঐশ্বর্য ও সম্পদে

শানে নুযূলঃ এ আয়াত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব্ রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি শপথ করেছিলেন যে, মিস্‌তাহ্‌র সাথে ভালো ব্যবহার করবেন না। তিনি তাঁর খালাত ভাই ছিলেন; খুব গরীব ছিলেন, মুহাজির ছিলেন ও বদরী ছিলেন। তিনিই তাঁর ব্যয়ভার বহন করতেন। কিন্তু যেহেতু তিনি উম্মুল মু'মিনীনের প্রতি অপবাদ আরোপ-কারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন, এ কারণে তিনি (হযরত সিদ্দীক্ব্) এ শপথ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৬. যখন এ আয়াত বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তেলাওয়াত ফরমালেন তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বললেন, "নিশ্চয় আমার আরজু হচ্ছে যেন আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করেন এবং আমি মিস্‌তাহ্‌র সাথে যেই সদাচার করতাম সেটাকে কখনো মওকূফ করবো না। সুতরাং তিনি সেটা অব্যাহত রাখলেন।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের উপর শপথ করে এবং পরক্ষণে জানতে পারলেন যে, সেটা করাই উত্তম তবে তাঁর উচিৎ যেন সে ঐ কাজটা করে নেয় এবং শপথের কাফ্‌ফারা আদায় করে। বিশুদ্ধ হাদীসে এটাই বর্ণিত হয়েছে।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে হযরত সিদ্দীক্বে আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর মহত্ত্বই প্রমাণিত হয়েছে। এ থেকে তাঁর উচ্চ মর্যাদা এবং মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে اولوا الفضل (উপকার সাধনকারী) বলেছেন। এবং

টীকা-৩৭. নারীদের প্রতি, যাঁরা ব্যভিচার ও পাপাচার কি তাও জানতেন না এবং কোন মন্দ ধারণা তাঁদের অন্তরেও জাগতোনা।

টীকা-৩৮. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন যে, এটা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বিবিগণের

গুণাবলী। একটা অভিমত এও রয়েছে যে, এটা দ্বারা সমস্ত ঈমানদার সাধ্বী স্ত্রীলোকদের কথা বুঝানো হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেছেন।

টীকা-৩৯. এটা আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে আবী সুলূল মুনাফিক সম্পর্কেই। (খাযিন)

টীকা-৪০. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসে।

টীকা-৪১. রসনাগুলোর সাক্ষ্য দেয়া তো তাদের মুখে মোহর লাগানোর পূর্বে সংঘটিত হবে। এরপর তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে; যে কারণে রসনাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলতে থাকবে। আর দুনিয়ায় যা কর্ম করা হয়েছে সেগুলোর সংবাদ দেবে। যেমন সামনে এরশাদ হচ্ছে-

টীকা-৪২. যেটার তারা উপযুক্ত

টীকা-৪৩. অর্থাৎ তিনি উপস্থিত ও প্রকাশ্য। তাঁরই কুদরতে প্রত্যেক কিছুই অস্তিত্ব লাভ করে।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, অর্থ এ যে, কাফিরগণ পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্যে সন্দেহ করতো। আল্লাহ্ তা'আলা আখিরাতে তাদেরকে তাদের কর্মফল প্রদান করে উক্তসব প্রতিশ্রুতি সত্য হবার বিষয়কে প্রকাশ করে দেবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ক্বোরআন করীমে কোন পাপের উপর এমন কঠোরতা, তাকীদ ও পুনরাবৃত্তি করা হয়নি, যেমনটি হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হার উপর অপবাদ আরোপ করার ক্ষেত্রে করা হয়েছে। এ থেকে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদাই প্রকাশ পায়।

সূরা ঃ ২৪ নূর | ৬৪১ | পারা ঃ ১৮

দুনিয়া ও আখিরাতে এবং তাদের জন্য মহা শাস্তি রয়েছে (৩৯);

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৪. যেদিন (৪০) তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদেরই রসনাগুলো (৪১), তাদের হাতগুলো ও তাদের চরণগুলো যা কিছু তারা করতো সে সম্বন্ধে-

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

২৫. সেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের প্রকৃত শাস্তি পুরোপুরি প্রদান করবেন (৪২) এবং তারা জেনে নেবে যে, আল্লাহ্ই সুস্পষ্ট সত্য (৪৩)।

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

২৬. অপবিত্র নারীরা অপবিত্র পুরুষদের জন্য এবং অপবিত্র পুরুষগণ অপবিত্র নারীদের জন্য (৪৪); আর পবিত্র নারীগণ পবিত্র পুরুষদের জন্য এবং পবিত্র পুরুষগণ পবিত্র নারীদের জন্য। তারা (৪৫) পবিত্র সেসব উক্তি থেকে যেগুলো এসব লোক (৪৬) বলছে। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা (৪৭)।

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

মানযিল - ৪

টীকা-৪৪. অর্থাৎ দুশ্চরিত্রের জন্য দুশ্চরিত্রই উপযোগী। দুশ্চরিত্র নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্র নারীর জন্য। আর দুশ্চরিত্র ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তা বলে থাকে এবং অশ্লীল কথাবার্তা বলা দুশ্চরিত্র লোকেরই স্বভাব হয়ে থাকে।

টীকা-৪৫. অর্থাৎ পবিত্র পুরুষ ও নারীগণ, যাঁদের মধ্য থেকে হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা এবং সাফওয়ানও রয়েছেন।

টীকা-৪৬. অপবাদ আরোপকারী অসৎ লোকেরা

টীকা-৪৭. অর্থাৎ পবিত্র স্বভাবের অধিকারী পুরুষ ও নারীদের জন্য জান্নাতের মধ্যে।

এ আয়াত দ্বারা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হার পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা ও আভিজাত্য প্রমাণিত হলো, যেহেতু তাঁকে পাক-পবিত্র করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। ক্বোরআন করীমের মধ্যে তাঁর পবিত্রতার বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাঁকে মাগফিরাত ও সম্মানের জীবিকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হাকে আল্লাহ্ তা'আলা বহু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, সেগুলো তাঁর জন্য গৌরবেরই বস্তু। তন্মধ্যে কয়েকটি হচ্ছেঃ

১) হযরত জিব্রাঈল আমীন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে একটা রেশমের উপর তাঁর ছবি এনেছিলেন। আর আরয করলেন, ইনি আপনার স্ত্রী।

২) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তিনি ব্যতীত অন্য কোন কুমারীকে বিবাহ করেন নি।

৩) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওফাত শরীফ তাঁরই কোলে, তাঁরই পালার দিন হয়েছিলো।

৪) তাঁরই হুজুরা শরীফে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিশ্রামাগার এবং তাঁর (দঃ) পবিত্র রওযা হয়েছে।

৫) কখনো কখনো এমন অবস্থায়ই হুযূর (দঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে যে, হযরত সিদ্দীক্বাহ্ তাঁরই সাথে তাঁরই (দঃ) লেপের মধ্যে ছিলেন।

৬) তিনি রসূল পাক (দঃ)-এর প্রধান প্রতিনিধি (খলিফা) সিদ্দীক্বে আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর কন্যা।

৭) তিনি পবিত্রই সৃষ্ট হন এবং তাঁকে মাগফিরাত ও সম্মানের জীবিকারই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

টীকা-৪৮. মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, অপরের ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা উচিত নয়। আর অনুমতি নেয়ার নিয়ম হচ্ছে, উচ্চস্বরে 'সুবহানাল্লাহ্', 'আলহামদু লিল্লাহ্' অথবা 'আল্লাহু আকবর' বলবে। অথবা গলার আওয়াজ দেবে, যাতে গৃহবাসী জানতে পারে যে, কেউ ঘরে আসতে চাচ্ছে। অথবা বলবে "আমার জন্য ভিতরে আসার অনুমতি আছে কি?" অপরের ঘর দ্বারা ঐ ঘর বুঝানো হয়েছে, যাতে অন্য লোক বসবাস করে; চাই সে উক্ত ঘরের মালিক হোক, কিংবা না-ই হোক।

টীকা-৪৯. মাস্আলাঃ অপরের ঘরে গমনকারীর যদি উক্ত গৃহস্বামীর সাথে পূর্বেই সাক্ষাৎ হয়ে যায়, তবে প্রথমে সালাম করবে, অতঃপর অনুমতি চাইবে। আর যদি সে ঘরের অভ্যন্তরে থাকে, তবে সালাম সহকারে অনুমতি চাইবে এভাবে যে, বলবে, "আস্সালামু আলায়কুম! আমার জন্য ঘরের ভিতরে আসার অনুমতি আছে কি?" হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, "সালাম কথাবার্তার পূর্বেই করো।" হযরত আবদুল্লাহ্‌র 'ক্বিরআত'ও এ কথা ব্যক্ত করে। তাঁর 'ক্বিরআত' এরূপ- حَتّٰى تُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا وَ تَسْتَاْذِنُوْا (অর্থাৎ ঃ যতক্ষণ না তোমরা সালাম করো সেগুলোর মধ্যে বসবাসকারীদেরকে এবং তাদের নিকট অনুমতি চেয়ে নাও।)

আর এ কথাও বলা হয়েছে যে, প্রথমে অনুমতি চাইবে অতঃপর সালাম করবে। (মাদারিক, কাশ্শাফ ও আহমদী)

মাস্আলাঃ যদি দরজায় সামনে দাঁড়ানোর ফলে বেপর্দা জনিত অসুবিধার আশংকা থাকে, তবে ডান কিংবা বাম পার্শ্বে দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, যদি ঘরে 'আপন মা-ও থাকে তবুও অনুমতি চাইবে। (মুআত্তা-ই-ইমাম মালিক)

টীকা-৫০. অর্থাৎ ঘরে অনুমতি দেয়ার মতো কেউ না থাকে,

টীকা-৫১. কেননা, অপরের মালিকানার মধ্যে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য তার সম্মতি আবশ্যক।

টীকা-৫২. এবং অনুমতি অর্জনের ক্ষেত্রে জেদ ধরোনা ও সীমাতিক্রম করোনা।

মাস্আলাঃ কারো দরজা খুব জোরে নাড়া দেয়া এবং খুব জোরে চিৎকার করা, বিশেষ করে, ওলামা ও বুযর্গদের দরজায় এমনই করা, তাঁদেরকে সজোরে ডাকা 'মাকরূহ' ও শালীনতা বিরোধী কাজ।

টীকা-৫৩. যেমন সরাইখানা ও মুসাফিরখানা ইত্যাদি। সেগুলোর মধ্যে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত ঐসব সাহাবীর প্রশ্নের জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা 'অনুমতি চাওয়া'র নির্দেশ সম্বলিত আয়াত, অর্থাৎ পূর্বোল্লেখিত আয়াত নাযিল হবার পর জিজ্ঞাসা করেছিলেন- মক্কা মুকার্‌রামাহ্ ও মদীনা তৈয়্যবাহ্‌র মধ্যখানে এবং সিরিয়ার পথে যেসব মুসাফিরখানা নির্মিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে প্রবেশ করার পূর্বেও অনুমতি নেয়া আবশ্যক কিনা।

রুকূ' - চার

২৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অন্যান্য ঘরগুলোতে যেওনা যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি না নাও (৪৮) এবং সেগুলোর মধ্যে বসবাসকারীদেরকে সালাম না করো (৪৯)। এটা তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা মনোযোগ দাও।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۷﴾

২৮. অতঃপর যদি সেগুলোর মধ্যে কাউকেও না পাও (৫০), তখনও মালিকদের অনুমতি ব্যতীত সেগুলোতে প্রবেশ করোনা (৫১) এবং যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও'! তবে ফিরে যাবে (৫২)। এটা তোমাদের জন্য খুবই পবিত্র। আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাদি সম্বন্ধে জানেন।

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَاۤ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿۲۸﴾

২৯. এতে তোমাদের কোন পাপ নেই যে, তোমরা ঐসব ঘরের ভিতর যাবে, যেগুলো বিশেষ করে বসবাসের নয় (৫৩) আর সেগুলো ভোগ করার তোমাদের ইখ্তিয়ার রয়েছে; এবং আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ করো এবং যা তোমরা গোপন করো।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿۲۹﴾

৩০. মুসলমান পুরুষদেরকে নির্দেশ দিন যেন তারা নিজেদের দৃষ্টিসমূহকে কিছুটা নীচু রাখে (৫৪) এবং নিজেদের লজ্জাস্থানগুলোর হেফাযত

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ

টীকা-৫৪. এবং যে বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত বৈধ নয় সেটার প্রতি যেন দৃষ্টিপাত না করে।

মাসাইলঃ পুরুষের শরীরের নাভীর নীচে থেকে হাঁটুর নীচে পর্যন্ত 'সতর'। তা দেখা বৈধ নয়। আর নারীদের মধ্যে নিজেদের 'মুহরিমাগণ' (যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অবৈধ) ও অপরের দাসীর বেলায়ও একই বিধান। তবে এতটুকু বেশী যে, তাদের পেট ও পিঠ দেখাও বৈধ নয়। আযাদ 'পরনারী'র (যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ) সমগ্র শরীরই সতর। তার শরীরের কোন অংশ দেখাই বৈধ নয়।

اِنْ لَّمْ يَاْمَنْ مِنَ الشَّهْوَةِ وَاِنْ اَمِنَ مِنْهَا فَالْمَمْنُوْعُ النَّظَرُ اِلٰى مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفِّ وَالْقَدَمِ
وَمَنْ يَاْمَنُ؟ فَاِنَّ الزَّمَانَ زَمَانُ الْفَسَادِ فَلَا يَحِلُّ النَّظَرُ اِلَى الْحُرَّةِ الْاَجْنَبِيَّةِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ —

অর্থাৎ "যদি কাম-প্রবৃত্তি থেকে নিরাপদ না হয়; এবং যদি তা থেকে নিরাপদ হয় তবে চেহারা, হাতের তালু ও পায়ের পাতা ব্যতীত শরীরের অন্য কোন

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ। কে নিরাপদ আছে? নিশ্চয় এ যুগ হচ্ছে ফ্যাসাদের যুগ। সুতরাং আযাদ 'পরনারী'র প্রতি বিনা প্রয়োজনে দৃষ্টিপাত করা কোন অবস্থাতেই বৈধ হবেনা।"

তবে, প্রয়োজনের তাগিদে কাযী, সাক্ষী এবং ঐ নারীকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য তার চেহারা দেখা জায়েয। আর কোন নারীর মাধ্যমে অবস্থা জানতে পারলে (তাও) দেখবে না। ডাক্তারের জন্য রোগের স্থানকে প্রয়োজন পরিমাণ দেখা বৈধ।

মাস্আলাঃ 'আমরাদ (أمرد) বা দাঁড়ি-গোফ গজায়নি এমন সুশ্রী বালকের প্রতি কাম-প্রবৃত্তি সহকারে দেখাও হারাম। (মাদারিক, আহমদী)

টীকা-৫৫. এবং যেন যিনা ও হারাম থেকে বিরত থাকে। অথবা এ অর্থ যে, নিজেদের লজ্জাস্থানগুলো এবং সেগুলোর সংশ্লিষ্ট স্থান অর্থাৎ নারীর সমগ্র শরীরকে ঢেকে রাখে এবং পর্দার প্রতি গুরুত্ব দেয়।

টীকা-৫৬. এবং পরপুরুষদেরকে যেন না দেখে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, পবিত্র বিবিগণের মধ্যে, মু'মিনকুলের মাতাদের কেউ হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ছিলেন। তখন ইবনে উম্মে মাকতূম আসলেন। হুযূর পবিত্র বিবিগণকে পর্দার নির্দেশ দিলেন। তাঁরা আরয করলেন, "সে তো অন্ধ।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "তোমরা তো অন্ধ নও।" (তিরমিযী ও আবূ-দাঊদ)

এ হাদীস শরীফ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুহরিম নয় এমন ব্যক্তিদেরকে দেখা এবং তার সামনে আসা নারীদের জন্য বৈধ নয়।

ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝٣٠ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۪

করে (৫৫)। এটা তাদের জন্য খুবই পবিত্র। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট তাদের কার্যাদির খবর রয়েছে।

৩১. এবং মুসলমান নারীদেরকে নির্দেশ দিন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিগুলোকে কিছুটা নীচু রাখে (৫৬) এবং নিজেদের সতীত্বকে হেফাযত করে আর নিজেদের সাজ-সজ্জাকে প্রদর্শন না করে (৫৭), কিন্তু যতটুকু স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পায় এবং মাথার কাপড় যেন আপন গ্রীবা ও বক্ষদেশের প্রতি ঝুলানো থাকে আর আপন সাজ-সজ্জাকে যেন প্রকাশ না করে, কিন্তু নিজেদের স্বামীর নিকট অথবা আপন পিতা (৫৮) অথবা স্বামীর পিতা (৫৯), অথবা আপন পুত্রগণ (৬০) অথবা স্বামীর পুত্রগণ (৬১), অথবা আপন ভাই, অথবা আপন ভ্রাতুষ্পুত্রগণ অথবা আপন ভাগিনাগণ (৬২) অথবা স্বধর্মীয় নারীগণ অথবা নিজেদের হাতের মালিকানাধীন দাসীগণ (৬৩) অথবা চাকরের নিকট এ শর্তে যে, তারা যৌন শক্তিসম্পন্ন পুরুষ হবেনা (৬৪); অথবা ঐসব বালক (-এর নিকট) যারা নারীদের লজ্জার বস্তুগুলোর সম্বন্ধে অবগত নয় (৬৫);

টীকা-৫৭. এটা খুবই স্পষ্ট যে, এটা নামাযেরই নির্দেশ; দৃষ্টিপাতের নয়। কেননা, আযাদ নারীর গোটা শরীরই সতর। স্বামী ও 'মুহরিম' ব্যতীত অন্য কারো জন্য বিনা প্রয়োজনে তার শরীরের কোন অঙ্গ দেখা বৈধ নয়। তবে, চিকিৎসা ইত্যাদির প্রয়োজনে প্রয়োজন-পরিমাণ দেখা জায়েয। (তাফসীর-ই-আহমদী)

টীকা-৫৮. আর পিতামহ এবং প্রপিতামহ প্রমুখ পিতৃপুরুষগণও এদের সাথে এ বিধানের আওতাভূক্ত।

টীকা-৫৯. কারণ, তারাও 'মুহরিম' হয়ে যায়।

টীকা-৬০. তাদের সন্তানগণও এদের সাথে এই বিধানের আওতাভূক্ত।

টীকা-৬১. কারণ, তারাও 'মুহরিম' হয়ে গেছে।

টীকা-৬২. এবং এদের সাথে এ বিধানের আওতাভূক্ত রয়েছে– চাচা এবং মামা প্রমুখ সমস্ত মুহ্‌রিমই।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হযরত আবূ ওবায়দাহ্ ইবনুল জার্‌রাহকে লিখেছিলেন, "কিতাবী কাফিরদের নারীদেরকে মুসলমান নারীদের সাথে গোসলখানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করবে।"

এ থেকে বুঝা গেলো যে, মুসলিম নারীর জন্য কাফিরা নারীর সম্মুখেও আপন শরীর বিবস্ত্র করা জায়েয নয়।

মাস্আলাঃ নারীগণ আপন ক্রীতদাসদের থেকেও পরপুরুষের ন্যায় পর্দা করবে। (মাদারিক ইত্যাদি)

টীকা-৬৩. তাদের নিকট আপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ নয়; কিন্তু ক্রীতদাস তাদের বিধানের অন্তর্ভূক্ত নয়; তাদের জন্য আপন মুনিবার সাজ-সজ্জার স্থানগুলো দেখা বৈধ নয়।

টীকা-৬৪. যেমন, এমন বৃদ্ধ হয় যে, তাদের মধ্যে আদৌ যৌনশক্তি অবশিষ্ট নেই এবং হয় সৎলোক;

মাস্আলাঃ হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মতে, বন্ধ্যাকৃত এবং নপুংশকও দৃষ্টিপাত হারাম হবার মধ্যে পরপুরুষদের বিধানভূক্ত।

মাস্আলাঃ অনুরূপভাবে, অপকর্মকারী নারীসুলভ আচরণে অভ্যস্ত লোক থেকেও পর্দা করা আবশ্যক। যেমন– মুসলিম শরীফের হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়।

টীকা-৬৫. তারা এখনো অজ্ঞ ও অপ্রাপ্তবয়স্ক;

টীকা-৬৬. অর্থাৎ নারীগণ ঘরের ভিতর চলাফেরার মধ্যেও এ পরিমাণ আস্তে পা রাখবে যেন তার অলংকারের ঝংকার শুনা না যায়।

মাস্‌আলাঃ এ কারণেই নারীদের জন্য বাজনাবিশিষ্ট কোন অলংকার বা কঙ্কন না পরা উচিৎ। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সম্প্রদায়ের দো'আ কবূল করেন না, যাদের স্ত্রীগণ বাজনাবিশিষ্ট কঙ্কন পরিধান করে। এ থেকে বুঝে নেয়া উচিৎ যে, যখন অলংকারের আওয়াজ দো'আ কবূল না হওয়ার কারণ হয়, তখন বিশেষ করে নারীদের শব্দ ও তার বেপর্দা হওয়া আল্লাহ্‌র কেমন ক্রোধের কারণ হবে? পর্দার দিক থেকে বে-পরোয়া হয়ে যাওয়া ধ্বংসেরই কারণ (আল্লাহ্‌রই আশ্রয়!)। (তাফসীর-ই-আহমদী ইত্যাদি)।

টীকা-৬৭. চাই পুরুষ হোক কিংবা নারী, কুমারি-কুমারী হোক কিংবা অকুমারি-কুমারী হোক।

টীকা-৬৮. এ غنـاء (অভাবমুক্ত হওয়া) দ্বারা হয়ত 'অল্পেতুষ্টি' বুঝানো হয়েছে, যা হচ্ছে উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য। তা যে ব্যক্তি অল্পের উপর পরিতুষ্ট থাকে তাকে উৎকণ্ঠা থেকে বিরত রাখেই অথবা 'যথেষ্ট হওয়া' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ একজনের খাদ্য দু'জনের জন্য যথেষ্ট হওয়া। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। অথবা 'স্বামী ও স্ত্রীর দু'রিয্‌ক্ একত্রিত হওয়া' অথবা 'বিবাহের বরকতে স্বাচ্ছন্দ্য'। যেমন আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-৬৯. ব্যভিচার থেকে।

টীকা-৭০. যাদের পক্ষে মহর ও খোরপোষ বহন করা সহজ না হয়

টীকা-৭১. এবং তারা মহর ও খোরপোষ আদায় করার উপযোগী হওয়া পর্যন্ত। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কারণ, বিবাহ সচ্চরিত্র ও সততা বজায় রাখতে সাহায্য করে। আর যে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না সে রোযা রাখবে। কারণ, রোযা যৌন-প্রবৃত্তিকে দমন করে।

টীকা-৭২. যে, সে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে আযাদ হয়ে যাবে। এ ধরণের আযাদীকে 'কিতাবত' (লিখিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মুক্তি-মূল্য পরিশোধ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া) বলা হয়। আয়াতে যেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে 'মুস্তাহাব সূচক' নির্দেশ। আর এ মুস্তাহাব হওয়াও ঐ শর্তের সাথে জড়িত যা এরপর আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

এবং যেন মাটির উপর সজোরে পদক্ষেপন না করে, যাতে জানা যায় তাদের গোপন সাজ-সজ্জা (৬৬)। এবং আল্লাহ্‌র দিকে তাওবা করো, হে মুসলমানগণ! তোমরা সকলেই, এ আশায় যে, তোমরা সফলতা অর্জন করবে।

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

৩২. এবং বিবাহ সম্পাদন করে দাও তোমাদের মধ্যে তাদেরই যারা বিবাহ বিহীন রয়েছে (৬৭) এবং নিজেদের উপযুক্ত দাস এবং দাসীদেরও। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে আল্লাহ্ তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন আপন অনুগ্রহ থেকে (৬৮)। এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, জ্ঞানী।

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ

৩৩. এবং তারা যেন সংযত থাকে (৬৯), যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখেনা (৭০) এ পর্যন্ত যে, আল্লাহ্ আপন অনুগ্রহে তাদেরকে সামর্থ্যবান করে দেবেন (৭১)। এবং তোমাদের হাতের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্য থেকে যারা এটা চায় যে, কিছু অর্থ রোজগারের শর্তের ভিত্তিতে তাদেরকে মুক্ত বলে লিখে দাও, তবে লিখে দিও (৭২) যদি তাদের মধ্যে কোন মঙ্গল জানতে পারো (৭৩) এবং এ কথার উপর তাদেরকে সাহায্য করো আল্লাহ্‌র ঐ সম্পদ থেকে, যা তোমাদেরকে প্রদান করেছেন (৭৪) এবং বাধ্য করোনা নিজেদের দাসীদেরকে ব্যভিচার করতে, যখন তারা সতীত্ব রক্ষা করতে চায়, তোমাদের পার্থিব জীবনের কিছু ধন-সম্পদের লালসায় (৭৫),

শানে নুযূলঃ হুয়ায়তাব ইবনে আবদুল উয্‌যার দাস সাবীহ্ আপন মুনিবের নিকট 'কিতাবত'-এর জন্য দরখাস্ত করলো। কিন্তু মুনিব তাতে অস্বীকৃতি জানালো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর হুয়ায়তাব তাকে একশ দিনারের শর্তে 'মুকাতাব' (চুক্তিবদ্ধ দাস)-এ পরিণত করে দিলো এবং তা থেকে বিশ দিনার তাকে ক্ষমা করে দিলো। অবশিষ্ট আশি দিনার সে পরিশোধ করেছিলো।

টীকা-৭৩. 'মঙ্গল' দ্বারা বিশ্বস্ততা, ধর্মপরায়ণতা ও উপার্জন করার ক্ষমতা রাখা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সে হালাল জীবিকা উপার্জন করে আযাদ হতে পারবে এবং মুনিবকে অর্থ দিয়ে আযাদী লাভ করার জন্য ভিক্ষা করে বেড়াবে না। এ কারণেই হযরত সালমান ফার্সী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু আপন ঐ দাসকে 'মুকাতাব' করতে অস্বীকার করেছিলেন যায় ভিক্ষা করা ব্যতীত উপার্জনের অন্য কোন উপায় ছিলো না।

টীকা-৭৪. মুসলমানদের প্রতি পথ-নির্দেশনা রয়েছে যেন তারা মুকাতাব গোলামদেরকে যাকাত ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করে, যাতে তারা 'কিতাবত' (চুক্তি)-এর অর্থ পরিশোধ করে গোলামীর বন্ধনমুক্ত হতে পারে, আযাদ হতে পারে।

টীকা-৭৫. অর্থাৎ ধন-সম্পদের লোভে অন্ধ হয়ে দাসীগুলোকে ব্যভিচার করতে বাধ্য করোনা।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল মুনাফিকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে ধন-সম্পদ অর্জন করার জন্য আপন বাঁদীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করতো। ঐ দাসীগণ হুযূর (দঃ)-এর দরবারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৭৬. এবং পাপের অশুভ পরিণতি বাধ্যকারীর উপর বর্তাবে।

টীকা-৭৭. যেগুলো হালাল ও হারাম এবং শরীয়তের বিধি-নিষেধ সবই সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

টীকা-৭৮. 'নূর' (জ্যোতি) আল্লাহ্ তা'আলার নামসমূহের মধ্যে একটা নাম। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, অর্থ এ যে, 'আল্লাহ্ আস্‌মান ও যমীনের পথ-নির্দেশক।' সুতরাং আসমানসমূহ ও যমীনবাসীগণ তাঁর জ্যোতি দ্বারা সত্যের দিশা পায় এবং তাঁর হিদায়ত দ্বারা ভ্রান্তির হতাশা থেকে মুক্তি লাভ করে।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, অর্থ এ যে, আল্লাহ্ তা'আলা আস্‌মান ও যমীনকে আলোকিতকারী। তিনি আস্‌মানসমূহকে ফিরিশ্‌তাগণ দ্বারা এবং যমীনকে নবীগণ দ্বারা আলোকিত করেছেন।

টীকা-৭৯. 'আল্লাহ্‌র নূর' দ্বারা হয়ত মু'মিনের হৃদয়ের ঐ আলো বুঝানো হয়েছে, যা দ্বারা সে সঠিক পথের দিশা পায় ও সরল পথপ্রাপ্ত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন যে, 'আল্লাহ্ তা'আলার ঐ নূরের উপমা, যা তিনি মু'মিনকে দান করেছেন।'

কোন কোন তাফসীরকারক 'ঐ নূর' থেকে 'ক্বোরআন'-এর অর্থ গ্রহণ করেছেন। অপর এক ব্যাখ্যা এও যে, ঐ 'নূর' দ্বারা 'বিশ্বকুল সরদার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম হযরত রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম' বুঝানো হয়েছে।

وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٣﴾

আর যে ব্যক্তি তাদেরকে বাধ্য করবে, তবে নিশ্চয় এরপর যে, তারা বাধ্যগত অবস্থায় থাকে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু (৭৬)।

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং নিশ্চয় আমি অবতীর্ণ করেছি তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ (৭৭) এবং কিছু এমন লোকের বিবরণ, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে এবং ভীতি সম্পন্নদের জন্য উপদেশ।

রুকূ' – পাঁচ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٣٥﴾

৩৫. আল্লাহ্ আলো (৭৮) আসমানসমূহ ও যমীনের। তাঁর আলোর (৭৯) উপমা এমনই যেমন একটা দীপাধার, যার মধ্যে রয়েছে প্রদীপ। ঐ প্রদীপ একটা ফানুসের মধ্যে স্থাপিত। ঐ ফানুস যেন একটি নক্ষত্র, মুক্তার মতো উজ্জ্বল হয় বরকতময় বৃক্ষ যায়তূন দ্বারা (৮০), যা না প্রাচ্যের, না প্রতীচ্যের (৮১); এর নিকটবর্তী যে, সেটার তৈল (৮২) প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে যদিও আগুন সেটাকে স্পর্শ না করে আলোর উপর আলো (৮৩)। আল্লাহ্ আপন আলোর প্রতি পথ নির্দেশনা দান করেন যাকে ইচ্ছা করেন; এবং আল্লাহ্ উপমাসমূহ বর্ণনা করেন মানুষের জন্য। এবং আল্লাহ্ সবকিছু জানেন।

টীকা-৮০. এ বৃক্ষ অত্যন্ত বরকতময়। কেননা, সেটার তৈল, যাকে 'যায়ত' বলা হয়। অতি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ আলোক প্রদান করে, মাথায়ও লাগানো যায়, ব্যঞ্জন ও রুটীর তরকারীর স্থলে রুটীর সাথেও আহার করা যায়। দুনিয়ার অন্য কোন তেলে এ সব বৈশিষ্ট্য নেই এবং যায়তূন বৃক্ষের পাতা ঝরেও পড়েনা। (খাযিন)

টীকা-৮১. বরং মধ্যবর্তী স্থানের; না উত্তাপ সেটার ক্ষতি করতে পারে, না ঠাণ্ডা। এবং সেটা অতিমাত্রায় উত্তম ও উন্নত এবং সেটার ফল একেবারে মধ্যম প্রকৃতির।

টীকা-৮২. আপন পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের কারণে নিজেই

টীকা-৮৩. এ উপমার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আলিমগণের কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ–

এক) 'আলো' দ্বারা হিদায়ত বুঝানো হয়েছে এবং অর্থ দাঁড়ায়– 'আল্লাহ তা'আলার হিদায়ত অত্যন্ত স্পষ্ট। অর্থাৎ 'অনুভূতি জগতের' মধ্যে এর উপমা এমন দীপাধারের সাথে দেয়া যেতে পারে যার মধ্যে খুবই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ফানুস থাকবে, সেই ফানুসের মধ্যে এমন প্রদীপ থাকবে, যা অতীব উত্তম ও স্বচ্ছ যয়তুন তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয় যে, সেটার আলোক অতিমাত্রায় উন্নত ও পরিষ্কার হয়।

দুই) অপর এক অভিমত এও রয়েছে যে, এ উপমা নবীকূল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নূরেরই। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হযরত কা'আব-ই-আহ্‌বারকে বললেন, "এ আয়াতের অর্থ বর্ণনা করো।" তিনি বললেন, "এতে আল্লাহ্ তা'আলা আপন নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামেরই উপমা দিয়েছেন– 'দীপাধার' তো 'হুযূর (দঃ)-এর বক্ষ শরীফ'। আর 'ফানুস' হচ্ছে 'হৃদয় মুবারক' এবং 'প্রদীপ' হচ্ছে 'নবূয়ত', যা নবূয়তের বৃক্ষ দ্বারা আলোকিত। আর ঐ 'নূরে মুহাম্মদীর আলোক ও চমক' এমন পূর্ণ প্রকাশিত স্তরে রয়েছে যে, তিনি যদি নিজে নবী হবার কথা বর্ণনা নাও করতেন তবুও সৃষ্টির নিকট তা প্রকাশ পেয়ে যেতো।

তিন) হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, 'দীপাধার' তো বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 'বক্ষ মুবারক' আর 'ফানুস' হচ্ছে 'পবিত্রতম হৃদয়' এবং 'প্রদীপ' হচ্ছে ঐ 'আলো', যা আল্লাহ্ তা'আলা তাতে স্থাপন করেছেন। যা না প্রাচ্যের, না প্রতীচ্যের, না ইহুদী, না খৃষ্টান। একটা বরকতময় 'বৃক্ষ' থেকে আলোকিত। ঐ 'বৃক্ষ' হচ্ছে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম। ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের হৃদয়ের আলোকের উপর 'নূরে মুহাম্মদী' (দঃ)– 'আলোর উপর আলো'ই।

চার) মুহাম্মদ ইবনে কা'আব ক্বারাদী বলেছেন, "দীপাধার ও ফানুস তো হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম। আর প্রদীপ দ্বারা বুঝায় 'হযরত বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম' এবং 'বরকতময় বৃক্ষ' হচ্ছে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম, যেহেতু অধিকাংশ নবী হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামেরই বংশ থেকে (আবির্ভূত হন)। আর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের না হওয়ার অর্থ হচ্ছে এ যে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম না ইহুদী ছিলেন, না খৃষ্টান। কেননা, ইহুদীরা পশ্চিম দিকে ফিরে নামায পড়ে, আর খৃষ্টানরা পড়ে পূর্ব দিকে ফিরে। এটা সন্নিকটে যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার গুণাবলী ওহী অবতীর্ণ হবার পূর্বেই সৃষ্টির নিকট প্রকাশ পেয়ে যাবে। 'আলোর উপর 'আলো' এভাবে যে, 'নবীর বংশে নবী', নূরে মুহাম্মদী নূরে ইব্রাহীমের উপর।" (আলায়হিমাস্ সালাতু ওয়াস সালাম)

এতদ্ব্যতীত আরো বহু অভিমত রয়েছে। (খাযিন)

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۝

৩৬. সেসব ঘরের মধ্যে, যেগুলোকে সমুন্নত করার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন (৮৪) এবং যেগুলোর মধ্যে তাঁর নাম নেয়া হয়, সেগুলোর মধ্যে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে সকাল ও সন্ধ্যায় (৮৫),

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۝

৩৭. ঐসব লোক, যাদেরকে অমনোযোগী করেনা কোন ব্যবসা-বাণিজ্য, না বেচা-কেনা– আল্লাহ্র স্মরণ থেকে (৮৬) এবং নামায কায়েম রাখা (৮৭) ও যাকাত প্রদান করা থেকে (৮৮); তারা ভয় করে ঐ দিনকে, যেদিন উল্টে যাবে অন্তর ও চক্ষুসমূহ (৮৯),

لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৩৮. যাতে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিদান দেন, তাদের সর্বাপেক্ষা উত্তম কাজের এবং আপন অনুগ্রহে তাদেরকে পুরস্কার বেশী দেন; এবং আল্লাহ্ জীবিকা দান করেন যাকে চান অপরিমিত পরিমাণে।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا

৩৯. এবং যারা কাফির হয়েছে তাদের কর্ম এমনই, যেমন রৌদ্রে চমকিত বালু কোন মরুভূমিতে যে, পিপাসার্ত সেটাকে পানি মনে করে। শেষ পর্যন্ত যখন সেটার নিকট আসলো তখন দেখতে পেলো সেটা কিছুই নয় (৯০)

টীকা-৮৪. এবং সেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও পবিত্ররূপে গ্রহণ করা অপরিহার্য করেছেন। ঐসব ঘর দ্বারা মসজিদসমূহ বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেন, "মসজিদসমূহ হচ্ছে পৃথিবী পৃষ্ঠে আল্লাহ্রই ঘর।"

টীকা-৮৫. 'তাস্বীহ্' (পবিত্রতা ঘোষণা) দ্বারা 'নামাযসমূহ' বুঝানো হয়েছে। সকালের তাস্বীহ্ দ্বারা 'ফজরের নামায' আর সন্ধ্যার তাসবীহ্ দ্বারা 'যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামাযসমূহ' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৮৬. এবং তাঁর আন্তরিক ও মৌখিক স্মরণ এবং নামাযের সময়গুলোতে মসজিদে হাযির হওয়া থেকে,

টীকা-৮৭. এবং সেগুলো যথা সময়ে সম্পন্ন করা থেকে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বাজারে ছিলেন। মসজিদে নামাযের জন্য একামত বলা হলো। তিনি দেখলেন যে, বাজারে উপস্থিত লোকেরা দাঁড়িয়ে গেলো এবং দোকান পাট বন্ধ করে মসজিদে প্রবেশ করলো। তখন তিনি বললেন, "আয়াত– 'رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ' (অর্থাৎ ঐসব লোক, যাদেরকে অমনোযোগী করে না ....) এমন সব লোকের বেলায়ই প্রযোজ্য।

টীকা-৮৮. তার নির্দ্ধারিত সময়ে।

টীকা-৮৯. 'অন্তরসমূহ উল্টে যাওয়া' হচ্ছে 'দারুন ভয়ে ও বিচলিত হয়ে সেগুলো পাল্টে গিয়ে গলদেশ পর্যন্ত চড়ে বসবে, না বের হয়ে আসবে, না নীচের দিক নেমে যাবে এবং চক্ষুদ্বয় উপরের দিকে উঠে যাবে।'

অথবা অর্থ এই যে, কাফিরদের অন্তর কুফর ও সন্দেহ থেকে ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসের দিকে পাল্টে যাবে এবং চক্ষুর পর্দা দূরীভূত হয়ে যাবে। এ তো ঐ দিনের বিবরণ। আয়াতে এটাই এরশাদ হয়েছে যে, ঐ সমস্ত অনুগত বান্দা, যারা আল্লাহ্র স্মরণ ও আনুগত্যের মধ্যে অতিমাত্রায় প্রস্তুত থাকে এবং ইবাদত সম্পাদনে তৎপর থাকে, এমন সৎকর্ম করা সত্ত্বেও এ দিবসের ভয়ে সন্ত্রস্থ থাকে। আর মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের হক আদায় করা সম্ভব হয়নি।

টীকা-৯০. অর্থাৎ পানি মনে করে সেটার তালাশে যাত্রা আরম্ভ করেছে। যখন সেখানে পৌঁছলো তখন সেখানে পানের নামগন্ধও ছিলো না। অনুরূপভাবে, কাফির নিজ ধারণায় সৎকর্ম করে, আর মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সেটার প্রতিদান পাবে। যখন ক্বিয়ামতের ময়দানে পৌঁছবে, তখন সাওয়াব পাবে না, বরং মহা শাস্তিতে গ্রেফতার হবে এবং তখন তার অনুশোচনা ও দুঃখ-বেদনায় ঐ পিপাসা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

টীকা-৯১. কাফিরদের কর্মসমূহের উপমা এমনই যে,

টীকা-৯২. সমুদ্রসমূহের গভীরে

টীকা-৯৩. এক অন্ধকার সমুদ্রের গভীরতার, এর উপর আরেক অন্ধকার পুঞ্জিভূত তরঙ্গরাজির, এর উপর অন্য অন্ধকার মেঘপুঞ্জ দ্বারা পরিবেষ্টিত ঘনঘটার। এ অন্ধকারপুঞ্জের তীব্রতার অবস্থা হচ্ছে- যা এতে থাকবে সে

এবং আল্লাহ্‌কে নিজের নিকটে পেলো। অতঃপর তিনি তার হিসাব পূর্ণমাত্রায় দিলেন; এবং আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন (৯১);

وَوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

৪০. অথবা যেমন অন্ধকাররাশি কোন সমুদ্রের গভীর জলাশয়ের মধ্যে (৯২), সেটার উপর ঢেউ, ঢেউয়ের উপর আরো ঢেউ, সেটার উর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ; অন্ধকারপুঞ্জ রয়েছে একের উপর এক (৯৩)। যেমন আপন হাত বের করে তখন তা দেখা যাওয়ার আদৌ সম্ভাবনা নেই (৯৪) এবং যাকে আল্লাহ্ আলো দান করেন না, তার জন্য কোথাও আলো নেই (৯৫)।

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَاۤ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ۝

রুকূ' - ছয়

৪১. আপনি কি দেখেন নি যে, আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে যা কিছু আসমানসমূহে ও যমীনে রয়েছে এবং পাখীকুল (৯৬) পাখা সম্প্রসারিত করে? সবাই জেনে রেখেছে আপন নামাযও আপন পবিত্রতা ঘোষণার পদ্ধতি এবং আল্লাহ্‌র তাদের কর্মসমূহ জানেন।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝

৪২. এবং আল্লাহ্‌রই জন্য রাজত্ব আসমানসমূহ ও যমীনের; এবং আল্লাহ্‌রই প্রতি প্রত্যাবর্তন।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝

৪৩. তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ্ ধীরে ধীরে সঞ্চালন করেন মেঘমালাকে (৯৭), অতঃপর সেগুলোকে পরস্পর একত্র করেন (৯৮), অতঃপর সেগুলোকে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তুমি দেখতে পাও যে, সেটার মধ্য থেকে বারিধারা বর্ষিত হয় এবং বর্ষণ করেন আসমান থেকে তাতে যেই বরফের পাহাড় রয়েছে, সেগুলো থেকে কিছু শিলা বৃষ্টি (৯৯), অতঃপর বর্ষণ করেন সেগুলোকে যার উপর ইচ্ছা করেন (১০০); এবং ফিরিয়ে দেন সেগুলোকে যার দিক থেকে ইচ্ছা করেন (১০১)। উপক্রম হয় সেটার বিদ্যুৎ-ঝলক দৃষ্টি শক্তিকে কেড়ে নেয়ার (১০২)।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ۝

৪৪. আল্লাহ্ পরিবর্তন ঘটান রাত ও দিনের (১০৩)।

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ

টীকা-৯৪. অথচ আপন হাত অতীব নিকটে এবং আপন শরীরেরই অংশ বিশেষ। যখন তাও দৃষ্টিগোচর হয়না তখন অন্য বস্তু কিভাবে দৃষ্টিগোচর হবে। এমনই অবস্থা কাফিরের। যেহেতু তারা বাতিল ধর্মবিশ্বাস, অসত্য কথাবার্তা এবং মন্দ কর্মের অন্ধকারপুঞ্জের মধ্যে গ্রেফতার হয়ে আছে।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, সমুদ্রের গভীর জলাশয় ও তার গভীরতার সাথে কাফিরের অন্তরকে এবং তরঙ্গ পুঞ্জের সাথে মুর্খতা, সন্দেহ ও হতাশাকে, যা কাফিরদের অন্তরকে ছাইয়ে ফেলেছে এবং মেঘমালার সাথে মোহরকে, যা তাদের অন্তরসমূহের উপর অঙ্কিত হয়েছে, তুলনা করা হয়েছে।

টীকা-৯৫. সৎপথ সে-ই পায়, যাকে তিনি সৎ পথ প্রদান করেন।

টীকা-৯৬. যা আসমান ও যমীনের মধ্যখানে রয়েছে।

টীকা-৯৭. যেই ভূ-খণ্ড ও যে সব দেশের প্রতি ইচ্ছা করেন,

টীকা-৯৮. এবং সেগুলোর বিভিন্ন খণ্ডকে একত্রিত করে দেন,

টীকা-৯৯. এর অর্থ হয়ত এ যে, যেভাবে ভূ-পৃষ্ঠে পাথরের পাহাড় রয়েছে, অনুরূপভাবে, আসমানে বরফের পাহাড় আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। আর এটা তাঁর ক্ষমতার বহির্ভূত কোন কাজ নয়। তিনি উক্তসব পাহাড় থেকে শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করেন।

অথবা অর্থ এ যে, আস্‌মান থেকে বড় বড় পাহাড়ের আকৃতিতে শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করেন। অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করেন। (মাদারিক ইত্যাদি)

টীকা-১০০. এবং যায় প্রাণ ও ধন-সম্পদকে ইচ্ছা করন, সেগুলো দ্বারা ধ্বংস করেন।

টীকা-১০১. তার প্রাণ ও সম্পদকে নিরাপদে রাখেন।

টীকা-১০২. এবং জ্যোতির প্রচণ্ডতা চক্ষুসমূহকে দৃষ্টিশক্তিহীন করে দেয়ার উপক্রম হয়।

টীকা-১০৩. যে, রাতের পর দিন আনেন এবং দিনের পর রাত।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾

নিশ্চয় তাতে বুঝার ক্ষেত্র রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য।

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

৪৫. এবং আল্লাহ্ ভূ-পৃষ্ঠে প্রত্যেক বিচরণকারী জীবজন্তুকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন (১০৪), এবং সেগুলোর মধ্যে কতেক পেটের উপর ভর দিয়ে চলে (১০৫), এবং সেগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক দু'পায়ের উপর ভরে করে চলে (১০৬), আর সেগুলোর মধ্যে কিছু চার পায়ে চলে (১০৭)। আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন যা চান। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্ সবকিছু করতে পারেন।

لَّقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾

৪৬. নিশ্চয় আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী নিদর্শনসমূহ (১০৮) এবং আল্লাহ্ যাকে চান সরল পথ দেখান (১০৯)।

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

৪৭. এবং তারা বলে, "আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্ ও রসূলের উপর এবং নির্দেশ মান্য করেছি।' অতঃপর কিছু সংখ্যক লোক তাদের মধ্য থেকে এরপর ফিরে যায় (১১০) এবং তারা মুসলমান নয় (১১১)।

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮. এবং যখন আহ্বান করা হয় আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে এ জন্য যে, রসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন, তখনই তাদের একটা দল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾

৪৯. এবং যদি তাদের পক্ষে রায় দেয়া হয় তবে তাঁর দিকে ছুটে আসে মান্যকারীরূপে (১১২)।

أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا

৫০. তাদের অন্তরসমূহে কি ব্যাধি আছে (১১৩), না (তারা) সংশয় পোষণ করে (১১৪)?

টীকা-১০৪. অর্থাৎ সমস্ত জীবজাতিকে পানি জাতীয় বস্তু (বীর্য) থেকে সৃষ্ট করেছেন এবং পানি ঐ সব বস্তুরই মূল। আর এ সবই মূলতঃ এক হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর কি পরিমাণ পরস্পর ভিন্নধর্মী! এটা বিশ্ব স্রষ্টার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতারই সুস্পষ্ট প্রমাণ।

টীকা-১০৫. যেমন সাপ ও বিচ্ছু এবং বহুবিধ পোকা।

টীকা-১০৬. যেমন মানুষ ও পাখী,

টীকা-১০৭. যেমন চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র প্রাণীসমূহ।

টীকা-১০৮. অর্থাৎ ক্বোরআন করীম, যাতে হিদায়ত, বিধি-নিষেধ এবং হালাল ও হারামের সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

টীকা-১০৯. এবং সোজা পথ, যার উপর চলার কারণে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও পরকালীন অনুগ্রহ লাভ করা সম্ভব হয়; তা হচ্ছে 'দ্বীন-ই-ইসলাম।' আয়াতসমূহ উল্লেখ করার পর এ কথা বলা হচ্ছে যে, মনুষজাতি তিনটা দলে বিভক্ত হয়ে গেছেঃ

এক) ঐসব লোক, যারা প্রকাশ্যভাবে সত্যকে মেনে নেয়, কিন্তু গোপনে অস্বীকার করতে থাকে। এরা হচ্ছে মুনাফিক।

দুই) ঐসব লোক, যারা প্রকাশ্যে ও সত্যায়ন করে, অপ্রকাশ্যেও বিশ্বাসী থাকে। এরা হচ্ছে সত্যবাদী নিষ্ঠাবান লোক (মু'মিন)।

তিন) ঐসব লোক, যারা প্রকাশ্যেও অস্বীকার করে, অপ্রকাশ্যেও, তারা হচ্ছে কাফির।

এদের উল্লেখ ক্রমানুসারে করা হচ্ছে।

টীকা-১১০. এবং আপন উক্তিকে নিয়মিতভাবে কার্যকর করে না।

টীকা-১১১. মুনাফিক। কেননা, তাদের অন্তর তাদের মুখের কথার অনুরূপ নয়।

টীকা-১১২. কাফিরগণ ও মুনাফিকগণ বহুবার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলো এবং তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিলো যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা সরাসরি ন্যায় ও সত্য হয়ে থাকে। এ কারণেই তাদের মধ্যে যে সত্যবাদী হতো সে তো আগ্রহ প্রকাশ করতো যেন হুযূর (দঃ) তার ফয়সালা করে দেন। আর যে অসত্যের উপর থাকতো সে এ কথা মানতো যে, রসূল আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সত্য ও ন্যায় বিচারালয় থেকে সে তার অবৈধ ফায়দা লাভ করতে পারবে না। এ কারণে, সে হুযূরের মীমাংসাকে ভয় করতো ও আতংকিত হতো।

শানে নুযূলঃ বিশর নামক একজন মুনাফিক ছিলো। একটা জমির মামলায় একজন ইহুদীর সাথে তার ঝগড়া হয়েছিলো। ইহুদী জানতো যে, সে তার মামলায় সত্য। আর সে এতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলো যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সত্য ও ন্যায় বিচার করেন। এ কারণে, সে আগ্রহ প্রকাশ করলো যে, এ মোকাদ্দামার মীমাংসা হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের মাধ্যমে করা হোক। কিন্তু মুনাফিকও জানতো যে, সে অসত্যের উপর রয়েছে। আর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে কারো কোন পক্ষপাতিত্ব করেন না। এ কারণে, সে হুযূরের ফয়সালার উপর তো রাজি হলো না; বরং কা'আব ইবনে আশ্‌রাফ ইহুদীর মাধ্যমে মীমাংসা করানোর উপর জোর দিলো। আর হুযূর (দঃ)-এর সম্পর্কে বলতে লাগলো– "তিনি আমাদের উপর যুলুম করবেন।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১১৩. কুফর অথবা মুনাফিকীর,

টীকা-১১৪. হুযূর আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবূয়তের বিষয়ে?

টীকা-১১৫. এমন তো নয়ই। কেননা, এরা ও ওরা ভালভাবে জানে যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মীমাংসা ন্যায়ের সীমাতিক্রম করতেই পারেনা। আর কোন অধার্মিক লোক তাঁর (দঃ) ন্যায় বিচার দ্বারা পরের প্রাপ্য আত্মসাৎ করার বেলায় সফলকাম হতে পারেনা। এ কারণে, তারা তাঁর (দঃ) মীমাংসা থেকে মুখ ফিরিয়ে চলতে থাকে।

أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾

না এ ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও রসূল তাদের উপর যুলুম করবেন (১১৫)? বরং তারা নিজেরাই যালিম।

রুকূ' – সাত

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

৫১. মুসলমানদের উক্তিতো এই (১১৬)– 'যখন আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, এ জন্য যে, রসূল তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন, তখন তারা আরয করে, 'আমরা শ্রবণ করলাম এবং হুকুম মান্য করলাম।' এবং এসব লোকই সফলকাম।

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾

৫২. এবং যারা নির্দেশ মান্য করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের এবং আল্লাহকে ভয় করে আর সাবধানতা অবলম্বন করে, তবে এসব লোকই সফলকাম।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُل لَّا تُقْسِمُوا ۖ طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾

৫৩. এবং তারা (১১৭) আল্লাহ্‌র শপথ করেছে, নিজেদের শপথে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা সহকারে, এ মর্মে যে, আপনি যদি তাদেরকে নির্দেশ দেন তবে তারা অবশ্যই জিহাদে বের হবে। আপনি বলুন, 'তোমরা শপথ করোনা (১১৮)! শরীয়ত অনুযায়ী হুকুম পালন করা উচিত। আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা করছো (১১৯)।'

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

৫৪. আপনি বলুন, 'নির্দেশ মান্য করো আল্লাহ্‌র এবং নির্দেশ মান্য করো রসূলের (১২০)।' অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও (১২১), তবে রসূলের দায়িত্বে তা-ই রয়েছে, যা তাঁর উপর অপরিহার্য করা হয়েছে (১২২) এবং তোমাদের উপর তা-ই রয়েছে, যার ভার তোমাদের উপর অর্পিত হয়েছে (১২৩)। এবং যদি রসূলের আনুগত্য করো, তবে সৎপথ পাবে। এবং রসূলের দায়িত্ব নয়, কিন্তু স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া (১২৪)।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ

৫৫. আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে (১২৫) যে, অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত প্রদান করবেন (১২৬)

টীকা-১১৬. এবং তাদের জন্য এ শালীনতাপূর্ণ পন্থা অপরিহার্য যে,

টীকা-১১৭. অর্থাৎ মুনাফিকগণ (মাদারিক)

টীকা-১১৮. যেহেতু মিথ্যা শপথ পাপ।

টীকা-১১৯. মৌখিক আনুগত্য ও কার্যতঃ বিরোধিতা তাঁর নিকট গোপন নয়।

টীকা-১২০. সত্য অন্তরে ও সদুদ্দেশ্যে।

টীকা-১২১. রসূল আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্‌সালামের আনুগত্য থেকে, তবে তাতে তাঁর কোন ক্ষতি নেই,

টীকা-১২২. অর্থাৎ দ্বীনের বাণী প্রচার করা এবং আল্লাহ্‌র বিধান পৌঁছিয়ে দেয়া। তা রসূল আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ভালভাবে সম্পন্ন করে নেন এবং তিনি আপন 'কর্তব্য' পালন করে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছেন।

টীকা-১২৩. অর্থাৎ রসূল আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের আনুগত্য ও নির্দেশ পালন।

টীকা-১২৪. সুতরাং রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খুব স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

টীকা-১২৫. শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওহী নাযিল হওয়ার সময় থেকে দীর্ঘ দশ বৎসরকাল পর্যন্ত মক্কা মুকার্‌রামায় সাহাবা কেরামের সাথে অবস্থান করেন; আর কাফিরদের বিভিন্ন নির্যাতনের উপর, যা অহরহ অব্যাহত ছিলো, ধৈর্যধারণ করেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র নির্দেশে মদীনা তৈয়্যবাহ্য় হিজরত করলেন এবং আনসারীদের বাসস্থানগুলোকে স্বীয় অবস্থান দ্বারা ধন্য করলেন। কিন্তু ক্বোরাঈশগণ এতেও ক্ষান্ত হলোনা। দৈনন্দিন তাদের দিক থেকে যুদ্ধের ঘোষণা হতে থাকে এবং বিভিন্ন ধরণের হুমকিও অব্যাহত থাকে। রসূল (দঃ)-এর সাহাবীগণ সর্বদা আশংকাগ্রস্ত থাকতেন এবং হাতিয়ার সাথে রাখতেন। একদিন এক সাহাবী বললেন, "কখনো কি এমন সময়ও আসবে যে, আমরা নিরাপদ হতে পারবো এবং হাতিয়ারের বোঝা থেকে আমরা মুক্তি পাবো?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১২৬. এবং কাফিরদের স্থলে তোমাদেরই রাজত্ব কায়েম হবে। হাদীস শরীফে আছে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "যে যে বস্তুর উপর দিন ও রাত অতিবাহিত হয়, সে সবকিছুর উপর ইসলামের প্রবেশ ঘটবে।"

كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

যেমনি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে দিয়েছেন (১২৭); এবং অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করে দেবেন তাদের ঐ দ্বীনকে যা তাদের জন্য মনোনীত করেছেন (১২৮) এবং অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তী ভয়-ভীতিকে নিরাপত্তায় বদলে দেবেন (১২৯)। আমার ইবাদত করবে, আমার শরীক কাউকেও দাঁড় করাবে না। এবং যারা এর পরে অকৃতজ্ঞ হবে, তবে সেসব লোকই নির্দেশ অমান্যকারী।

وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

৫৬. এবং নামায কায়েম রাখো, যাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য করো এ আশায় যে, তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأْوٰىهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

৫৭. কখনো কাফিরদেরকে মনে করবেন না যে, তারা কখনো আমার আয়ত্বের বাইরে যেতে পারবে পৃথিবীতে। এবং তাদের আগুনই ঠিকানা; আর অবশ্য কতই নিকৃষ্ট পরিণাম!

রুকূ' - আট

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۚ

৫৮. হে ঈমানদারগণ! উচিত যে, তোমাদের নিকট থেকে অনুমতি নেবে তোমাদের হাতের সম্পদ দাস (১৩০) এবং ঐসব ছেলেমেয়ে, যারা তোমাদের মধ্যে এখনো যৌবনে পদার্পণ করেনি (১৩১)- তিনটি সময়ে (১৩২) ফজরের নামাযের পূর্বে (১৩৩) এবং যখন তোমরা আপন পোষাক খুলে রাখো দ্বি-প্রহরে (১৩৪), আর এশা-

টীকা-১২৭. হযরত দাঊদ ও হযরত সুলায়মান প্রমূখ নবীগণ আলায়হিস্ সালামকে। আর যেভাবে মিশর ও সিরিয়ার অত্যাচারী শাসকগণকে ধ্বংস করে বনী ইস্রাঈলকে খিলাফত দিয়েছেন এবং ঐসব দেশের উপর তাদেরকে বিজয়ী করেছেন।

টীকা-১২৮. অর্থাৎ দ্বীন ইসলামকে সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করবেন।

টীকা-১২৯. অতএব, এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে এবং আরব ভূমি থেকে কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের বিজয় হয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দেশসমূহ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য বিজিত করে দেবেন। ইরানের 'কিস্‌রা' (শাসক)গণের রাজ্যসমূহ ও ধন-ভাণ্ডার তাঁদের হস্তগত হলো। দুনিয়াব্যাপী তাঁদের প্রভাব বিস্তার লাভ করলো।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু এবং তাঁর পরবর্তী 'খোলাফায়ে রাশেদীন'-এর খিলাফতেরই প্রমাণ। কেননা, তাঁদেরই যমনায় মহা বিজয় সাধিত হয়েছে। 'কিস্‌রা (ইরানের শাসক) প্রমূখের ধন-ভাণ্ডার মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে। নিরাপত্তা ও শান্তি এবং দ্বীনের বিজয় অর্জিত হয়েছে।

তিরমিযী ও আবূ দাঊদের হাদীসে আছে যে, বিশ্বকুল সরদার এরশাদ ফরমান, "খিলাফত আমার পরে ত্রিশ বৎসর কাল। অতঃপর হবে 'রাজত্ব'। এর বিশদ বর্ণনা এ যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুর খেলাফত ২ বৎসর ৩ মাস, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর খেলাফত ১০ বৎসর ৬ মাস, হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর খিলাফত ১২ বৎসর এবং হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর খিলাফত ৪ বৎসর ৯ মাস ও হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর খিলাফত ৬ মাস কাল স্থায়ী হয়।

টীকা-১৩০. এবং দাসীগণ।

শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুমা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একজন আনসারী ক্রীতদাস মুদলিজ ইবনে আমরকে দুপুর বেলায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে ডেকে আনার জন্য পাঠালেন। উক্ত ক্রীতদাস সরাসরি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুর ঘরের ভিতর চলে গেলো। তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু সাধারণ বেশে আপন বাসস্থানে অবস্থানরত ছিলেন। হঠাৎ করে এভাবে ক্রীতদাস ভিতরে চলে আসার কারণে তিনি মনে মনে এ কামনাই করেছিলেন, "যদি ক্রীতদাসগুলোকেও ঘরের ভিতর অনুমতি নিয়েই প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হতো" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৩১. বরং এখন বয়োপ্রাপ্ত হবার কাছাকাছি পৌঁছেছে।

বয়োপ্রাপ্তিঃ হযরত ইমাম আবূ হানীফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর মতে- বালকের জন্য আঠারো বৎসর এবং বালিকার জন্য সতেরো বৎসর। আর সাধারণতঃ আলিমদের মতে, বালক ও বালিকা উভয়ের জন্য পনেরো বৎসর। ★ (তাফসীর-ই-আহ্‌মদী)

টীকা-১৩২. অর্থাৎ ঐ তিন সময়ে যেন অনুমতি লাভ করে, যেগুলোর বর্ণনা এ আয়াতের মধ্যে করা হচ্ছে-

টীকা-১৩৩. যেহেতু, এ সময়টা হচ্ছে বিছানা থেকে উঠার এবং নিদ্রার পোষাক খুলে জাগ্রতাবস্থার পোষাক পরিধান করারই।

টীকা-১৩৪. দুপুরে কিছুক্ষণ শয়ন করার জন্য; আর লুঙ্গী পরিধান করে থাকো।

★ যদি এর পূর্বে বালেগ হবার চিহ্ন যেমন- স্বপ্নদোষ, ইত্যাদি পরিলক্ষিত না হয়।

টীকা-১৩৫. কারণ, এ সময়টা হচ্ছো জাগ্রতাবস্থার পোষাক খুলে নিদ্রার পোষাক পরিধান করার।

টীকা-১৩৬. যেহেতু এসব সময়ে নির্জনতা এবং একাকীত্ব অবলম্বন করা হয়। শরীর ঢাকার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। (এমতাবস্থায়) শরীরের এমন কোন অঙ্গ বিবস্ত্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যা প্রকাশ পেলে লজ্জার কারণ হয়। সুতরাং এসব সময়ে ক্রীতদাস এবং বালকগণও বিনা অনুমতিতে যেন প্রবেশ না করে। আর তারা ব্যতীত যুবক লোকেরা তো সব সময় অনুমতি গ্রহণ করবে। কখনো যেন বিনা অনুমতিতে প্রবেশ না করে। (খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-১৩৭. মাস্‌আলাঃ অর্থাৎ এ তিন সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে ক্রীতদাস ও সন্তানেরা বিনানুমতিতে প্রবেশ করতে পারে। কেননা, তো-

টীকা-১৩৮. কাজ ও সেবার জন্য প্রত্যেকবার অনুমতি প্রার্থনা করা তাদের উপর অপরিহার্য হওয়া অসুবিধারই কারণ হয়। আর শরীয়তে অসুবিধা দূরীভূত করা হয়েছে। (মাদারিক)।

টীকা-১৩৯. অর্থাৎ আযাদ।

ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٥٨

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٥٩

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاۗءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝٦٠

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَاۗىِٕكُمْ

নামাযের পর (১৩৫)। এ তিন সময় তোমাদের লজ্জার (১৩৬)। এ তিন সময়ের পর কোন পাপ নেই তোমাদের উপর, না তাদের উপর (১৩৭); (তারা তো) আসা-যাওয়া করে তোমাদের নিকট, একে অপরের নিকট (১৩৮)। আল্লাহ্ এভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ, এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

৫৯. এবং যখন তোমাদের মধ্যে সন্তানেরা (১৩৯) যৌবনে পৌঁছে যায় তখন তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে (১৪০) যেমন তাদের পূর্ববর্তীগণ (১৪১) অনুমতি প্রার্থনা করেছে। আল্লাহ্ এভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের নিকট আপন আয়াতসমূহ; এবং আল্লাহ্ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময়।

৬০. এবং বৃদ্ধা- ঘরে অবস্থানকারী নারীগণ (১৪২), যাদের বিবাহের আশা নেই, তাদের উপর কোন পাপ নেই তাদের বহিরাভরণ খুলে রাখলে যখন সাজ-সজ্জা প্রদর্শন না করে (১৪৩)। এবং তা থেকেও বিরত থাকা (১৪৪) তাদের জন্য আরো অধিক উত্তম; এবং আল্লাহ্ শুনেন, জানেন।

৬১. না অন্ধের জন্য বাধা-বিপত্তি আছে (১৪৫) এবং না খোঁড়ার জন্য বাধা-বিপত্তি আছে এবং না রুগ্নের জন্য বাধা-বিপত্তি আছে এবং না তোমাদের মধ্যে কারো জন্য (বাধা আছে) এতে যে, তোমরা আহার করবে আপন সন্তানদের ঘরে (১৪৬), অথবা আপন পিতৃগণের

টীকা-১৪০. সবসময়,

টীকা-১৪১. তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষগণ

টীকা-১৪২. যাদের বয়স বেশী হয় এবং সন্তান-সন্ততি গর্ভে ধারণ করার বয়স না থাকে এবং বার্ধক্যের কারণে

টীকা-১৪৩. এবং চুল, বুক ও পায়ের গোছা ইত্যাদি প্রকাশ না করে।

টীকা-১৪৪. বহিরাভরণ পরিহিত থাকা।

টীকা-১৪৫. শানে নুযূলঃ সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, সাহাবা কেরাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদে যেতেন। তখন নিজ নিজ ঘরের চাবিসমূহ ঐ অন্ধ, রুগ্ন ও পঙ্গুদেরকে দিয়ে যেতেন, যারা উক্তসব ওযর থাকার কারণে জিহাদে যেতে পারতো না এবং তাঁরা তাদেরকে অনুমতি দিয়ে দিতেন যেন তাদের ঘর থেকে আহার্য বস্তু নিয়ে আহার করে। কিন্তু তারা তা পছন্দ করতো না, আশংকা করে যে, হয়ত এটা তাঁদের নিকট আন্তরিকভাবে পছন্দনীয় ছিলো না। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদেরকে সেটার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

অপর এক অভিমত হচ্ছে এ যে, অন্ধ, পঙ্গু ও রুগ্নগণ সুস্থ লোকদের সাথে আহার করা থেকে বিরত থাকতো যেন কারো মনে ঘৃণার উদ্রেক না করে। এ আয়াতে তাদেরকেও অনুমতি দেয়া হয়েছে।

অন্য এক অভিমত এ যে, যখন অন্ধ ও পঙ্গু কোন মুসলমানের নিকট যেতো এবং তাঁর নিকট তাদেরকে খাওয়ানোর জন্য কিছু থাকতো না, তখন তাদেরকে কোন আত্মীয়-স্বজনের নিকট খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যেতো। এটা তাদের নিকট পছন্দনীয় ছিলো না। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, তাতে কোন দোষ নেই।

টীকা-১৪৬. যেহেতু সন্তানের ঘর নিজেরই ঘর,

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতারই।" অনুরূপভাবেই স্বামীর জন্য স্ত্রীর এবং স্ত্রীর জন্য স্বামীর ঘরও নিজেরই ঘর।

টীকা-১৪৭. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন, এটা দ্বারা মানুষের প্রতিনিধি ও তার কর্ম তত্ত্বাবধায়কের কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৪৮. অর্থ এ যে, এসব লোকের ঘরে আহার করা বৈধ। চাই তারা উপস্থিত থাকুক কিংবা নাই থাকুক; যখন একথা জানা যায় যে, তারা এতে সম্মত রয়েছে। পূর্ববর্তীদের তো এ অবস্থা ছিলো যে, লোকেরা তার বন্ধুর ঘরে তার অনুপস্থিতিতে পৌঁছে যেতো তখন তার (বন্ধু) দাসীর মাধ্যমে তার মালামালের থলেটা তলব করতো এবং তা থেকে যা ইচ্ছা করতো তা নিয়ে দিতো। যখন সেই বন্ধু ঘরে আসতো এবং দাসী তাকে উক্ত সংবাদ দিতো তখন ঐ খুশীতে দাসীকে আযাদ করে দিতো। কিন্তু এ যুগে ঐ ধরণের বদান্যতা কোথায়? সুতরাং অনুমতি ছাড়া আহার না করা উচিত। (মাদারিক ও জালালায়ন)

টীকা-১৪৯. শানে নুযূলঃ বনী লায়স ইবনে আমর গোত্রের লোকেরা একাকী অতিথি ব্যতীত আহার করতোনা। কখনো কখনো অতিথি পাওয়া না গেলে আহার্য নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকতো। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৫০. মাস্‌আলাঃ যখন মানুষ আপন ঘরে প্রবেশ করে তখন যেন আপন পরিবার-পরিজনের প্রতি সালাম করে এবং ঐসব লোকের প্রতিও যারা ঘরের মধ্যে থাকে এ শর্তে যে, তাদের দ্বীনের কোনরূপ ক্ষতি না হয়। (খাযিন)

মাস্‌আলাঃ যদি এমন কোন খালি ঘরে প্রবেশ করে, যাতে কেউ না থাকে, তবে বলবে–

اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَبَرَكَاتُهٗ

উচ্চারণঃ "আস্‌সালামু আলান্নবীয়্যি ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা ওয়াবারাকাতুহু। আস্‌সালামু আলায়না ওয়া 'আলা ইবাদিল্লাহিস্ সোয়ালেহীন। আস্‌সালামু 'আলা আহ্‌লিল্ বায়তি ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা ওয়া বারাকাতুহু।"

(অর্থাৎঃ সালাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাঁর উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক! সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র নেককার বান্দাদের উপর, সালাম এ ঘরের অধিবাসীদের প্রতি এবং আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক!)

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন যে, 'ঘর' দ্বারা এখানে 'মসজিদসমূহ' বুঝানো হয়েছে। ইমাম নাখ্'ঈ বলেন যে, যখন মসজিদে কেউ না থাকে তখন বলবে–

اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗۤ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ؕ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾

ঘরে, অথবা আপন মাতৃগণের ঘরে অথবা আপন ভ্রাতৃগণের নিকট অথবা আপন বোনিদের ঘরে অথবা আপন পিতৃব্যগণের নিকট অথবা আপন ফুফুদের ঘরে অথবা আপন মাতুলদের ঘরে অথবা আপন খালাদের ঘরে অথবা যেখানকার চাবিসমূহ তোমাদের হাতের মুঠোয় রয়েছে (১৪৭) অথবা আপন বন্ধুদের নিকট (১৪৮); তোমাদের প্রতি কোন দোষারোপ নেই এ ক্ষেত্রে আহার করলে অথবা পৃথক পৃথকভাবে (১৪৯); অতঃপর যখন কোন ঘরে প্রবেশ করো তখন তোমাদের আপন লোকদের প্রতি সালাম করো (১৫০) সাক্ষাতের সময় মঙ্গল কামনা স্বরূপ, (যা) আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কল্যাণময়, পবিত্র। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের নিকট বিশদভাবে বর্ণনা করেন আয়াতসমূহ, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।

রুকূ' – নয়

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰۤى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ

৬২. ঈমানদাররা হচ্ছে তো তারাই, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যখন রসূলের নিকট এমন কোন কাজের ব্যাপারে হাযির হয়ে থাকে, যার জন্য তাদেরকে একত্র করা হয়ে থাকে (১৫১), তখন সরে পড়েনা যতক্ষণ না তাঁর নিকট থেকে অনুমতি নেয়। নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা আপনার নিকট অনুমতি চাচ্ছে, তারাই হচ্ছে

اَلسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (شفاء شريف)

উচ্চারণঃ আস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। (শেফা শরীফ)

(অর্থাৎঃ "আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর 'সালাম' (শান্তি) বর্ষিত হোক।)

মোল্লা আলী ক্বারী শেফা শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেন– খালি ঘরে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম আরয করার কারণ এ যে, মুসলমানদের ঘরে [হুযূর (দঃ) এর] পবিত্রতম রূহ উপস্থিত থাকে।

টীকা-১৫১. যেমন জিহাদ, যুদ্ধের ব্যবস্থাপনা, জুমু'আহ্, দু' ঈদ, পরামর্শ এবং এমন সব জমায়েত, যা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আয়োজিত হয়।

টীকা-১৫২. তাদের অনুমতি প্রার্থনা করা আনুগত্যের চিহ্ন ও ঈমান বিশুদ্ধ হবার প্রমাণ বহন করে।

টীকা-১৫৩. এতে প্রতীয়মান হয় যে, উত্তম হচ্ছে উপস্থিত থাকা এবং অনুমতি প্রার্থনা না করা।

মাস্‌আলাঃ ইমাম ও ধর্মীয় কর্ণধারদের মজলিস থেকেও বিনা অনুমতিতে চলে যাওয়া উচিত নয়। (মাদারিক)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾

ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনে (১৫২)। অতঃপর যখন তারা আপনার নিকট অনুমতি চায় তাদের কোন কাজের জন্য, তখন আপনি তাদের মধ্য থেকে যাকে চান অনুমতি দিয়ে দিন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন (১৫৩)। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

৬৩. রসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনই স্থির করোনা যেমন তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো (১৫৪)। নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন যারা তোমাদের মধ্যে চুপে চুপে বের হয়ে যায় কোন কিছুর আড়াল গ্রহণ করে (১৫৫)। সুতরাং যেন ভয় করে তারা, যারা রসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে যে, কোন বিপর্যয় তাদেরকে পেয়ে বসবে (১৫৬), অথবা তাদের উপর বেদনাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে (১৫৭)।

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

৬৪. শুনে নাও! নিশ্চয় আল্লাহ্‌রই যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে। নিশ্চয় তিনি জানেন যে অবস্থায় তোমরা আছো (১৫৮) এবং ঐ দিনকে, যেদিন তারা তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে (১৫৯), অতঃপর তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যা কিছু তারা করেছে এবং আল্লাহ্ সবকিছু জানেন (১৬০)। ★

সূরা ফোরক্বান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সূরা ফোরক্বান মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৭৭ রুকূ'-৬

রুকূ' – এক

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾

১. বড় মঙ্গলময় তিনি, যিনি অবতীর্ণ করেছেন ক্বোরআন আপন বান্দার প্রতি (২), যাতে তিনি সমগ্র জগতের জন্য সতর্ককারী হন (৩)।

টীকা-১৫৪. কেননা, যাকে আল্লাহ্‌র রসূল আহ্বান করেন তার জন্য, আহ্বানে সাড়া দেয়া ও নির্দেশ পালন করা অপরিহার্য (ওয়াজিব) হয়ে যায় এবং আদব সহকারে হাযির হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। আর নিকটে হাযির হবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করবে এবং অনুমিত নিয়েই ফিরে যাবে। অপর এক অর্থ তাফসীরকারকগণ এও বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আহ্বান করলে যেন আদব ও সম্মান প্রদর্শন সহকারেই করে।

টীকা-১৫৫. শানে নুযূলঃ মুনাফিকদের নিকট জুমু'আহ্ দিবসে মসজিদে অবস্থান পূর্বক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের খোৎবা শ্রবণ করা কষ্টকর অনুভূত হতো। তখন তারা চুপিচুপি ধীরে ধীরে সাহাবীদেরকে আড়াল করে স্থান পরিবর্তন করতে করতে মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৫৬. পৃথিবীতে কষ্ট অথবা হত্যা, অথবা ভূমিকম্প অথবা আরো অধিক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা কিংবা যালিম বাদশাহ্‌র অধিনস্থ হওয়া অথবা পাষাণ হৃদয় হওয়া, খোদা-পরিচিতি থেকে বঞ্চিত হওয়া

টীকা-১৫৭. আখিরাতে।

টীকা-১৫৮. ঈমানের উপর, অথবা মুনাফিকীর উপর রয়েছো

টীকা-১৫৯. প্রতিদানের জন্য। বস্তুতঃ উক্ত দিন হচ্ছে ক্বিয়ামতের দিন।

টীকা-১৬০. তাঁর নিকট কিছুই গোপন নেই। ★

****

টীকা-১. 'সূরা ফোরক্বান' মক্কী। এ'তে ছয়টি রুকূ', সাতাত্তরটি আয়াত, আটশ বিরানব্বইটি পদ এবং তিন হাজার সাতশ তিনটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. অর্থাৎ নবীকূল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

টীকা-৩. এ'তে হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ব্যাপক রিসালতের বিবরণ রয়েছে যে, তিনি সমস্ত সৃষ্টির প্রতি রসূল করে প্রেরিত

★ 'সূরা নূর' সমাপ্ত।

হয়েছেন– জ্বিন হোক কিংবা মানুষ অথবা ফিরিশ্‌তা হোক অথবা অন্যান্য সৃষ্টি হোক– সবই তাঁর উম্মত। কেননা, আল্লাহ্‌ ব্যতীত সবকিছুকে عالم (বিশ্ব) বলা হয়। এর মধ্যে সবই শামিল রয়েছে। ফিরিশ্‌তাগণকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করা, যেমন 'জালালায়ন' এ শায়খ মহল্লী, 'কবীর'-এর মধ্যে ইমাম রাযী, এবং 'শু'আবুল ঈমান'-এ বায়হাক্বী অন্তর্ভুক্ত করেননি, ভিত্তিহীন।' আর সে কথার উপর 'ইজমা' (উম্মতের ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে দাবী করা প্রমাণ ভিত্তিক নয়। সুতরাং সর্ব ইমাম সুবকী, বারেযী, ইবনে হোযাম ও সুয়ূতী সেটার বিরোধিতা করেছেন। স্বয়ং ইমাম রাযী মেনে নিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য সব কিছুকেই 'বিশ্বজগত' (عالم) বলা হয়। সুতরাং ' عالم ' শব্দের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; ফিরিশ্‌তাগণকে তাতে অন্তর্ভুক্ত না করার পক্ষে প্রমাণ নেই। তাছাড়া, মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়– اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً অর্থাৎ 'আমি সমস্ত সৃষ্টির প্রতি রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।' আল্লামা আলী ক্বারী 'মিরক্বাত'-এ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "অর্থাৎ 'সমস্ত সৃষ্টি'র প্রতি– জিন্‌ হোক, অথবা মানুষ হোক অথবা ফিরিশ্‌তা হোক, প্রাণীকুল হোক কিংবা জড় পদার্থ হোক।" এ মাস্‌আলার সারকথা ও তথ্য-বিশ্লেষণ ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া'তে রয়েছে।

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ۝

২. তিনিই, যার জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের বাদশাহী এবং তিনি না গ্রহণ করেছেন সন্তান (৪) এবং তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে তার কোন অংশীদার নেই (৫), তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করে সঠিক পরিমাণে রেখেছেন।

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ۝

৩. এবং লোকেরা তিনি ব্যতীত অন্যান্য খোদা স্থির করে নিয়েছে (৬), যারা কিছু সৃষ্টি করে না এবং নিজেরাই সৃষ্ট হয়েছে এবং নিজেরাই নিজেদের প্রাণের উপকার-অপকারের মালিক নয় এবং না মৃত্যুবরণ করার ক্ষমতা রাখে; না বেঁচে থাকার এবং না উঠার।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكُ ِۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ۝

৪. এবং কাফিরগণ বললো (৭), 'এতো নয়, কিন্তু এক মিথ্যাপবাদ, যা তিনি রচনা করে নিয়েছেন (৮) এবং এ ব্যাপারে অন্যান্য লোকেরা (৯) তাঁকে সাহায্য করেছে।' নিঃসন্দেহে তারা (১০) যুলুম ও মিথ্যায় উপনীত হয়েছে।

وَقَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

৫. এবং বললো (১১), 'পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা-কাহিনী তিনি (১২) লিখে নিয়েছেন; অতঃপর সেগুলো তাঁর নিকট সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করা হয়।'

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

৬. আপনি বলুন, 'সেটাতো তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের প্রত্যেক বিষয় জানেন (১৩)। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু (১৪)।'

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ لَوْلَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ

৭. এবং বললো (১৫), 'ঐ রসূলের কি হলো যিনি আহার করেন ও হাট-বাজারে চলাফেরা করেন (১৬)? কেন অবতীর্ণ করা হলোনা তাঁর

টীকা-৪. এ'তে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি খণ্ডন রয়েছে, যারা হযরত ওযায়র ও মসীহ্‌ আলায়হিস্‌সালামকে 'খোদার পুত্র' বলে থাকে। (আল্লাহ্‌রই আশ্রয়!)

টীকা-৫. এতে মূর্তিপূজারীদের প্রতি খণ্ডন রয়েছে, যারা প্রতিমাগুলোকে খোদার শরীক স্থির করে।

টীকা-৬. অর্থাৎ মূর্তিপূজারীগণ এমনসব প্রতিমাকে 'খোদা' স্থির করেছে, যেগুলো এমনই অক্ষম ও ক্ষমতাহীন,

টীকা-৭. অর্থাৎ নাযার ইবনে হারিস ও তার সাথী ক্বোরআন করীম সম্পর্কে যে,

টীকা-৮. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

টীকা-৯. নাযার ইবনে হারিস 'অন্যান্য লোক, দ্বারা 'ইহুদীর' কথা বুঝিয়েছিলো এবং আদাস্‌ ও ইয়াসার প্রমূখ কিতাবীদের কথাও।

টীকা-১০. নযর ইবনে হারিস প্রমুখ মুশরিকগণ, যারা এ অনর্থক কথার বক্তা ছিলো।

টীকা-১১. ঐ মুশরিকগণ ক্বোরআন করীমের প্রসঙ্গে যে, এটা রুস্তম ও ইস্‌ফান্দিয়ার প্রমুখের গল্প-কাহিনীর মতোই।

টীকা-১২. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম

টীকা-১৩. অর্থাৎ ক্বোরআন করীমের মধ্যে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটা সুস্পষ্ট প্রমাণ এ কথারই যে, তা মহান, অদৃশ্য বিষয়াদির সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী মহান আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকেই (অবতীর্ণ)।

টীকা-১৪. এ জন্যই কাফিরদেরকে অবকাশ দেন এবং শাস্তি দানে ত্বরা করেন না।

টীকা-১৫. ক্বোরাঈশ বংশীয় কাফিরগণ,

টীকা-১৬. এটা দ্বারা তারা এ কথা বুঝায়েছিলো যে, 'তিনি (দঃ) নবী হলে না আহার করতেন, না বাজারে চলাফেরা করতেন।' আর এটাও যদি না হতো, তবে

টীকা-১৭. এবং তাঁর সত্যতা ঘোষণা করতো এবং তিনি যে নবী সে কথার সাক্ষ্য দিতো।

مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ﴿۷﴾

সাথে কোন ফিরিশ্‌তা যে তাঁর সাথে সতর্কবাণী শুনাতো (১৭)?

اَوْ يُلْقٰى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ؕ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ﴿۸﴾

৮. অথবা অদৃশ্য থেকে কোন ধন-ভাণ্ডার তিনি প্রাপ্ত হতেন কিংবা তাঁর কোন বাগান থাকতো, যা থেকে আহার করতেন (১৮)?' এবং যালিমগণ বললো (১৯), 'তোমরা তো অনুসরণ করছোনা, কিন্তু একজন এমন ব্যক্তির যার উপর যাদু করা হয়েছে (২০)।'

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿۹﴾

৯. হে মাহবুব! দেখুন, কেমন সব উপমা আপনার জন্য রচনা করছে, অতঃপর তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, এখন তারা কোন পথ পাচ্ছেনা।

রুকূ' - দুই

تَبٰرَكَ الَّذِيْۤ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ﴿۱۰﴾

১০. মহা মঙ্গলময় হন তিনিই যে, তিনি যদি চান তবে আপনার জন্য তদপেক্ষা বহু উৎকৃষ্ট করে দিতে পারেন (২১) জান্নাতসমূহকে, যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান এবং করবেন আপনার জন্য উঁচু উঁচু প্রাসাদ।

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۟ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿۱۱﴾

১১. বরং এরা তো ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করছে; এবং যে ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য তৈরী করে রেখেছি প্রজ্বলিত আগুন।

اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ﴿۱۲﴾

১২. যখন সেটা তাদেরকে দূরবর্তী স্থান থেকে দেখবে (২২), তখন তারা শুনতে পাবে সেটার ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার।

وَاِذَاۤ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ﴿۱۳﴾

১৩. এবং যখন তাদেরকে সেটার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে (২৩) লৌহ শৃংখলে আবদ্ধ অবস্থায় (২৪), তখন তারা সেখানে মৃত্যু কামনা করবে (২৫)।

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ﴿۱۴﴾

১৪. এরশাদ করা হবে, 'আজ এক মৃত্যু কামনা করোনা, আরো বহু মৃত্যু কামনা করো (২৬)।'

قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيْرًا ﴿۱۵﴾

১৫. আপনি বলুন, 'এটাই (২৭) কি শ্রেয়, না ঐ স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি খোদাভীরুদেরকে দেয়া হয়েছে। সেটা তাদের পুরস্কার ও পরিণামস্থল।

لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ؕ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْـُٔوْلًا ﴿۱۶﴾

১৬. তাদের জন্য সেখানে রয়েছে যা তাদের মন চাইবে। সেগুলোতে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। আপনার প্রতিপালকের দায়িত্বে ঐ প্রতিশ্রুতি রয়েছে যার কামনা করা হয়েছে (২৮)।

টীকা-১৮. ধনবান ব্যক্তিবর্গের মতো?

টীকা-১৯. মুসলমানদেরকে-

টীকা-২০. এবং আল্লাহ্‌রই আশ্রয়, 'তাঁর বিবেক বুদ্ধি বহাল নেই।' এমনই বিভিন্ন ধরণের অনর্থক কথাবার্তা তারা বকতো।

টীকা-২১. অর্থাৎ শীঘ্রই আপনাকে ঐ ধন-ভাণ্ডার ও বাগান অপেক্ষা উত্তম পুরস্কার দান করবেন, যার কথা এ কাফিররা বলে থাকে।

টীকা-২২. এক বছরের রাস্তা থেকে অথবা একশ বছরের রাস্তা থেকে- উভয় অভিমতই রয়েছে। আর আগুনের দেখাও অসম্ভব কিছু পক্ষে নয়। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সেটাকে জীবন, বিবেক-বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি দিতে পারেন। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে- 'জাহান্নামের ফিরিশ্‌তারা দেখবেন।'

টীকা-২৩. যা অতীব কষ্ট ও অস্থিরতা সৃষ্টিকারী হবে

টীকা-২৪. এ ভাবে যে, তাদের হাত তাদের গর্দানের সাথে মিলিয়ে বেঁধে দেয়া হবে। অথবা এভাবে যে, প্রত্যেক কাফির আপন আপন শয়তানের সাথে শৃংখলে আবদ্ধ থাকবে।

টীকা-২৫. এবং وَا ثُبُوْرَاهُ ! وَا ثُبُوْرَاهُ (হায়রে মৃত্যু! হায়রে মৃত্যু!) বলে চিৎকার করতে থাকবে। এ অর্থে যে, 'হায়! যদি মৃত্যু এসে যেতো!'

হাদীস শরীফে আছে যে, সর্ব প্রথম যে ব্যক্তিকে আগুনের পোশাক পরানো হবে সে হচ্ছে ইবলীস। আর তার সন্তানেরা তার পেছনে থাকবে এবং এরা সবাই 'মৃত্যু! মৃত্যু!' বলে চিৎকার করতে থাকবে। তাদেরকে

টীকা-২৬. কেননা, তোমরা বিভিন্ন ধরণের শাস্তিতে লিপ্ত হবে।

টীকা-২৭. শাস্তি ও জাহান্নামের ভয়ানক অবস্থাদি, যার বর্ণনা করা হয়েছে।

টীকা-২৮. অর্থাৎ প্রার্থনার যোগ্য, অথবা তাই, যা মু'মিনগণ দুনিয়ার মধ্যে এভাবে আরয করতে করতে চেয়েছিলো- رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

(হে প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ায় মঙ্গল দান করুন এবং আখিরাতেও মঙ্গল দান করুন!)

অথবা এটা আরয করতে করতে رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ (অর্থাৎ হে প্রতিপালক! আমাদেরকে প্রদান করুন যা কিছু আপনি

আপনার রসূলগণের ভাষায় আমাদেরকে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।)

টীকা-২৯. অর্থাৎ মুশরিকদেরকে।

টীকা-৩০. অর্থাৎ তাদের বাতিল উপাস্যদেরকে- চাই বিবেকশক্তিসম্পন্ন হোক, অথবা বিবেকশক্তিহীন। কালবী বলেছেন, 'সেসব বাতিল উপাস্য' দ্বারা প্রতিমাসমূহ বুঝানো হয়েছে। সেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা বাকশক্তি প্রদান করবেন।

টীকা-৩১. আল্লাহ্ তা'আলা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত; তাঁর নিকট কিছুই গোপন নয়। এ প্রশ্নটা মুশরিকদেরকে অপমানিত করার জন্য করা হবে; যেহেতু তাদের উপাস্যগুলো তাদেরকে অস্বীকার করলে তাদের দুঃখ ও অপমান আরো বৃদ্ধি পাবে।

টীকা-৩২. এ থেকে যে, তোমার কোন শরীক থাকবে।

টীকা-৩৩. সুতরাং আমরা কি তুমি ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করার নির্দেশ দিতে পারতাম? আমরা তোমারই বান্দা।

১৭. এবং যেদিন একত্র করবেন তাদেরকে (২৯) এবং যাদের তারা আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করে (৩০), অতঃপর উক্তসব উপাস্যকে বলবেন, 'তোমরাই কি পথভ্রষ্ট করেছিলে আমার এ বান্দাদেরকে, না এরা নিজেরাই পথ ভুলে গিয়েছে (৩১)?'

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ
دُونِ اللّٰهِ فَيَقُولُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ
عِبَادِيْ هٰؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ﴿۱۷﴾

১৮. তারা আরয করবে, 'পবিত্রতা তোমরাই (৩২)! আমাদের জন্য শোভা পেতোনা তোমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা (৩৩); কিন্তু তুমি তাদেরকে ও তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগ-বিলাসের সুযোগ দিয়েছিলে (৩৪), শেষ পর্যন্ত তারা তোমার স্মরণ ভুলে গেছে; এবং এসব ছিলোই ধ্বংসশীল (৩৫)।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ
نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ
مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ
وَكَانُوْا قَوْمًۢا بُوْرًا ﴿۱۸﴾

১৯. অতঃপর এখন উপাস্যগুলো তোমাদের উক্তিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং এখন তোমরা না শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারো, না নিজেদের সাহায্য করতে পারো এবং তোমাদের মধ্যে যে যালিম তাকে আমি মহা শাস্তির আস্বাদ করাবো।

فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ
صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ
نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا ﴿۱۹﴾

২০. এবং আমি আপনার পূর্বে যত রসূল প্রেরণ করেছি সবাইতো এমনই ছিলো- আহার করতো, হাট-বাজারে চলাফেরা করতো (৩৬) এবং আমি তোমাদের মধ্যে একজনকে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি (৩৭) এবং হে মানুষ! তোমরা কি ধৈর্য ধারণ করবে (৩৮)? এবং হে মাহবূব! আপনার প্রতিপালক দেখছেন (৩৯)।★

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ
اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي
الْاَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً
اَتَصْبِرُوْنَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿۲۰﴾

টীকা-৩৪. এবং তাদেরকে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দান করেছিলো।

টীকা-৩৫. হতভাগ্য। অতঃপর কাফিরদেরকে বলা হবে

টীকা-৩৬. এটা কাফিরদের ঐ সমালোচনার জবাব দেয়া হয়েছে, যা তারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে করেছিলো যে, 'তিনি হাটে-বাজারে চলাফেরা করেন, আহার করেন।' এখানে বলা হয়েছে যে, এসব কাজ নবূয়তের পরিপন্থী নয়; বরং এগুলো সমস্ত নবীরই নিত্য নৈমিত্তিক বৈশিষ্ট্য ছিলো। অতএব, তাদের এ সমালোচনা নিছক অজ্ঞতা ও একগুঁয়েমী মাত্র।

টীকা-৩৭. শানে নুযূলঃ অভিজাতগণ যখন ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করতো, তখন গরীব-মিসকীনদেরকে দেখে এ ধারণা করতো যে, এরা তো আমাদের পূর্বে ইসলামগ্রহণ করেছে, তারা আমাদের উপর একটা শ্রেষ্ঠত্ব পাবে। এ ধারণায় তারা ইসলাম থেকে বিরত থাকতো। আর অভিজাতগণের জন্য গরীবগণ 'পরীক্ষা' হয়ে থাকতো।

এক অভিমত এও যে, এ আয়াত আবূ জাহ্‌ল, ওয়ালীদ ইব্‌নে ওক্ববা, আ-স্ ইব্‌নে ওয়ায়েল সাহমী এবং নাযার ইব্‌নে হারিসের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এসব লোক হযরত আবূ যার, ইব্‌নে মাস্'ঊদ, 'আম্মার ইব্‌নে ইয়াসির, বেলাল, সোহায়ব এবং আমির ইব্‌নে ফুহায়রাহ্‌কে দেখলো যে, তাঁরা প্রথম থেকে ইসলাম গ্রহণ করে আছেন। তখন তারা অহংকারবশতঃ বললো, "আমরাও ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরই মতো হয়ে যাবো, তখন আমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে পার্থক্যই বা কি থাকবে?"

অপর এক অভিমত এ যে, এ আয়াত গরীব মুসলমানদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁদেরকে নিয়ে ক্বোরাইশের কাফিরগণ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, আর বলতো, "বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনুসারীগণ হচ্ছে ঐসব লোক, যারা আমাদের ক্রীতদাস ও নিম্নশ্রেণীর লোক।" আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করেন এবং ঐ মু'মিনদেরকে এরশাদ করেন- (খাযিন)

টীকা-৩৮. এ দারিদ্র ও কঠিন অবস্থার উপর এবং কাফিরদের এ সমালোচনার উপর?

টীকা-৩৯. তাকে, যে ধৈর্যধারণ করে এবং তাকে, যে ধৈর্যহীনতা প্রদর্শন করে। ★

★ অষ্টাদশ পারা সমাপ্ত।